রাঁচি, রবিবার

10:09:2023

web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>324 >>23 Vadra 1430 >>

epaper.rashtriyakhabar.com

পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ৩২৪ >><< ২৩শে, ভাদ্র ১৪৩০>>

চীনের সাথে ভেনেজুয়েলার নতুন সম্পৃক্ততামাদুরোর চীন সফর

ভেনেজুয়েলা : ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ৮-১৪ সেপ্টেম্বর চীন সফর করবেন। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রক শুক্রবার একথা জানায়। বেইজিং এবং পশ্চিমের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনার মধ্যে এই পদক্ষেপ দেশ দুটির মধ্যে নতুন করে সম্পৃক্ততা চিহ্নিত করছে। এই সফরটি এই সপ্তাহান্তে নয়াদিল্লিতে জি টুয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলনের সাথে একই সময়ে পড়ছে। চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ওই সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন না। মাদুরো শেষবার চীন সফর করেছিলেন ২০১৮ সালে। তখন তিনি বেইজিং-এ শির সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। জ্বালানি বিনিয়োগ এবং সহযোগিতা এই সফরের মূল লক্ষ্য। চীন বিশ্বের বৃহত্তম অপরিশোধিত তেল আমদানিকারক । এদিকে ভেনিজুয়েলায় অপরিশোধিত তেলের সবচেয়ে বড় প্রমাণিত মজুদ রয়েছে। কেপলারের তথ্য অনুসারে, ভেনেজুয়েলার তেলের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও চীন গত বছর দেশ থেকে প্রায় ২৮৩ মিলিয়ন ব্যারেল বা প্রায় ৩৮ দশমিক ৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন অপরিশোধিত তেল আমদানি করেছে।

বাজার দর

SENSEX : 66598.91 +333.35
NIFTY : 19819.95 +92.91

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
30.00 °c	24.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .57 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .33 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

নিজারে অভ্যুত্থানের পর থেকে আমেরিকান ড্রোন উড়ান সীমিত করা হয়

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) : যুক্তরাষ্ট্রের দুইজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে জুলাই মাসে অভ্যুত্থানের পর থেকে নিজারের ঘাঁটিগুলি থেকে সামরিক ড্রোন উড্ডয়ন সীমিত করা হয়েছে। নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক এক বিশেষজ্ঞ বিশ্বাস করেন যে ঐ নিষেধাজ্ঞার ফলে পশ্চিম আফ্রিকায় আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ বিরোধী মিশন সম্ভবত বাধাগ্রস্ত হতে পারে। এ সপ্তাহে কর্মকর্তারা নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্পর্শকাতর নিরাপত্তা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। কর্মকর্তারা, রাজনৈতিক অস্থিরতার পরিপ্রক্ষিতে আমেরিকার সামরিক বাহিনী নিজারের সঙ্গে নিরাপত্তা সহযোগিতা স্থগিত করেছে জানানো ছাড়া পেন্টাগন তার নিরাপত্তা ও সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানের সুনির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে দ্বিধান্বিত থেকেছে। পেন্টাগনের প্রেস সেক্রেটারি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল প্যাট রাইডার সংবাদদাতাদের কাছে স্বীকার করেছেন যে নিজারের পরিস্থিতি স্পষ্টত আমেরিকার সামরিক বাহিনীর জন্য স্বাভাবিক নয় এবং তিনি আরও বলেন যে নিজারে আমেরিকান বাহিনীর অবস্থান অপরিবর্তিত রয়েছে কারণ যুক্তরাষ্ট্র ঐ পরিস্থিতির কূটনৈতিক সমাধানই আশা করছে। পশ্চিম আফ্রিকায় সন্ত্রাসবিরোধী নজরদারী, গোয়েন্দা এবং সন্ধানী তৎপরতার পরিচালনার জন্য নিজার যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর প্রাণকেন্দ্র। ঐ অঞ্চলে ইসলামিক স্টেট গ্রুপ এবং মালি ভিত্তিক ওপশ্চিম আফ্রিকায় সক্রিয় জামা'আ নুসরাত উল ইসলাম ওয়া আল-মুসলিমিনসহ বেশ কয়েকটি জঙ্গি গোষ্ঠী সক্রিয়। বর্তমান ও সাবেক আমেরিকান কর্মকর্তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে সীমিত গোয়েন্দা তথ্য, নজরদারি এবং অনুসন্ধান (কার্যক্রম) স্থানীয় নিরাপত্তা বাহিনীকে সন্ত্রাসী সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহায়তায় আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা ক্ষতিগ্রস্ত করবে। ফাউন্ডেশন ফর ডিফেন্স অব ডেমোক্রেসিস লং ওয়ার জার্নালের সম্পাদক ও সাবেক সৈনিক বিল রোগিও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এই সমস্যার ওপর খুব কমই নজর রাখছে এবং আপনি তখন ঐসব দেশগুলোকে একটি সুবিধা দিতে পারেন যখন আপনি ঐ সমস্যগুলো সমাধান করবেন এবং জিহাদিদের ঐ দেশগুলি বা অঞ্চলগুলো থেকে তাদের বিতাড়িত করতে পারবেন। এই জার্নালটি বৈশ্বিক সন্ত্রাস বিরোধী প্রচেষ্টা সম্পর্কিত প্রতিবেদন এবং বিশ্লেষণপ্রকাশ করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী নিজারের রাজধানী নিয়ামে থেকে ড্রোন ওড়াতে পারে এবং ক্যামেরুন, চাদ, নিজারএবং নাইজেরিয়ার অস্থিতিশীল লেক চাদ বেসিন অঞ্চলে নজরদারি ও নজরদারি মিশনের প্রসারের জন্য কয়েকশ কিলোমিটার দূরে আগাদেজে আরেকটি বিমান ঘাঁটি স্থাপন করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ২০১৯ সাল থেকে আগাদেজের বাইরে গোয়েন্দাতথ্য, নজরদারি ও নজরদারি ড্রোন মিশন পরিচালনা করে আসছে।

মোদী বাইডেন বৈঠকে যা আলোচনা হলো

নয়া দিল্লি : প্রায় ৫০ মিনিট ধরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে ৫০ মিনিট ধরে বৈঠক হলো।

শুক্রবার রাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর যৌথ বিবৃতিও জারি করা হয়েছে। এই প্রথম দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭ লোককল্যাণ মার্গের বাসভবনে।

বাইডেন জানিয়েছেন, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য হওয়ার জন্য ভারতের দাবি তিনি সমর্থন করেন। ২০২৮-২৯ সালে ভারত আবার নিরাপত্তা পরিষদে নন-পার্মানেন্ট সদস্য হবে। তাকেও স্বাগত জানিয়েছেন বাইডেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন, জি২০-র পর ২০২৪ সালে ভারতে কোয়াডের শীর্ষবৈঠক হবে। সেটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক।

কোয়াডে অ্যামেরিকা ও ভারত ছাড়া আছে জাপান ও অস্ট্রেলিয়া। মূলত, চীনের প্রভাবের মোকাবিলা করার জন্যই একজোট হয়েছে এই চার দেশ।

প্রদানমন্ত্রী মোদীও বলেছেন, কোয়াডের শীর্ষ বৈঠকে প্রেসিডেন্ট বাইডনকে স্বাগত জানাবার জন্য তিনি মুখিয়ে আছেন। তাছাড়া অ্যামেরিকা যেভাবে ইন্দো-প্যাসিফিক ওশানস ইনিশিয়েটিভে (আইওপিআই) যোগ দিয়েছে এবং যৌথভাবে নেতৃত্ব দিতে রাজি হয়েছে, তাকে স্বাগত জানিয়েছেন মোদী।

ইন্দো-প্যাসিফিকে চীনের তৎপরতা নিয়ে অ্যামেরিকা ও ভারত উদ্বিগ্ন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মোদী-বাইডেন বৈঠকে এই বিষয়গুলি উঠে আসার আলাদা তাৎপর্য আছে।

দুই নেতাই বলেছেন, দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব আরো সুদৃঢ় হয়েছে, দুই দেশের মানুষ আরো কাছাকাছি এসেছেন। দুই দেশের মধ্যে প্রযুক্তি ও পরিকাঠামো সংক্রান্ত যৌথ কর্মসূচি নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, চন্দ্রযান-৩ চাঁদে সফলভাবে পা রাখার জন্য বাইডেন মোদীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বলা হয়েছে, ইসরো ও নাসা সহযোগিতা ও সমন্বয় করে চলছে। মহাকাশে ভারতীয় মহাকাশচারীকে পাঠানো নিয়েও ইসরোর সঙ্গে কথা বলছে ও সহযোগিতা করছে নাসা।

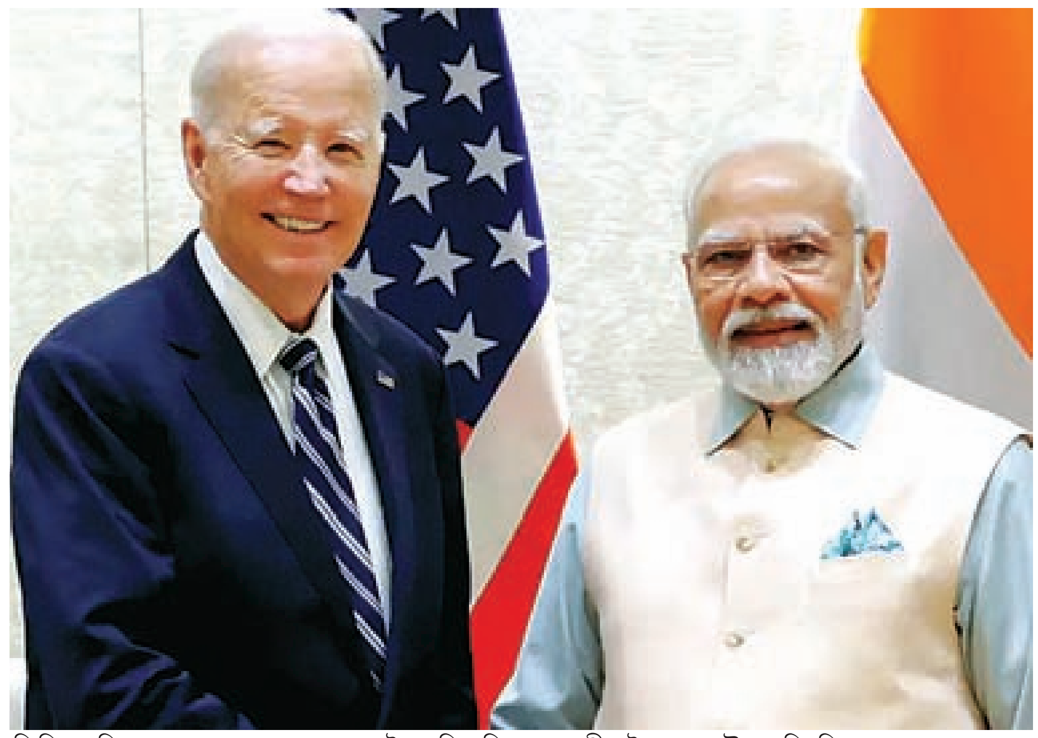

উত্তর কোরিয়া বলছে, তারা পারমাণবিক হামলায় সক্ষম একটি ডুবোজাহাজ চালু করেছে

পিয়ংইয়ং: উত্তর কোরিয়া তার প্রথম কর্মক্ষম কৌশলগত পারমাণবিক হামলার সাবমেরিন চালু করেছে এবং কোরীয় উপদ্বীপ ও জাপানের মধ্যবর্তী জলসীমায় টহলরত নৌবহরের কাছে এটি বরাদ্দ করেছে। শুক্রবার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম একথা জানায়। উত্তর কোরিয়ার ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের নামানুসারে সাবমেরিন নং ৮৪১-এর নাম হিরো কিম কুন ওকে রাখা হয়েছে।বুধবার উৎক্ষেপণ অনুষ্ঠানে দেশটির নেতা কিম জং উন এটি উত্তর কোরিয়ার নৌবাহিনীর পানির নিচে আক্রমণাত্মক মাধ্যম-এর একটি হবে বলে জানিয়েছেন। বিশ্লেষকরা বলেছেন, সাবমেরিনটি সোভিয়েত যুগের রোমিও-শ্রেণির একটি পরিবর্তিত সাবমেরিন বলে মনে হচ্ছে। এটি উত্তর কোরিয়া ১৯৭০-এর দশকে চীন থেকে পেয়েছিল এবং অভ্যন্তরীণভাবে উৎপাদন শুরু করেছিল। বিশ্লেষকরা বলেন, ১০টি লঞ্চ টিউব হ্যাচসহ এটির নকশায় দেখা যায় যে, এটি সম্ভবত ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং ক্রুজ মিসাইল দিয়ে সজ্জিত। কিন্তু এই ধরনের অস্ত্রগুলো উত্তর কোরিয়ার আরও শক্তিশালী স্থলভিত্তিক পারমাণবিক শক্তির জন্য খুব বেশি মূল্য যোগ করবে না। কারণ নতুন নকশার মূল হিসেবে ব্যবহৃত পুরনো সাবমেরিনগুলো তুলনামূলক ভাবে শব্দযুক্ত, ধীর এবং সীমিত পরিসরের। এর অর্থ এগুলো যুদ্ধের সময় বেশিদিন কার্যকর থাকবে না। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রাক্তন অস্ত্র বিশেষজ্ঞ ভ্যান ভ্যান ডিপেন একথা বলেন। তিনি ওয়াশিংটনে থার্টি এইট নর্থ প্রকল্পে কাজ করেন। দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনী বলেছে, সাবমেরিনটি স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রস্তুত বলে মনে হচ্ছে না এবং উত্তর কোরিয়া এটির সক্ষমতাকে অতিরঞ্জিত করে বলার চেষ্টা করছে বলে মনে হচ্ছে। উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক অস্ত্র এবং ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপান উত্তর কোরিয়ার সাবমেরিন উৎক্ষেপণের নিন্দা করেছে।

জি২০ শীর্ষ সম্মেলন উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য দৃঢ় কন্ঠস্বর চায় ভারত প্রবল প্রভাব ফেলতে পারে ইউক্রেন যুদ্ধ

নয়াদিল্লি : বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির নেতাদের পক্ষে অভিন্ন ভিত্তি খুঁজে পাওয়া কখনোই সহজ বিষয় নয়। আর, ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ, এ বছরের জি২০ বৈঠকের পক্ষে অর্থবহ সমঝোতা ও চুক্তিতে পৌঁছনো বিষয়টিকে আরো কঠিন করে দিয়েছে। এই বছরের জি২০ শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজক দেশ ভারত। দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তথাকথিত দক্ষিণী বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রয়োজনের দিকেই তার নজর থাকবে। আর, ইউক্রেন-সমস্যা তার এই গুরুত্বের বিষয়কে ছাপিয়ে যাবে না। তবে, যুদ্ধ প্রমাণ করেছে যে তাকে উপেক্ষা করা কঠিন। সিঙ্গাপুরের এস রাজারত্নম স্কুল অফ ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের রিসার্চ ফেলো নাজিয়া হুসাইন বলেন, নয়াদিল্লি মূল আলোচ্যসূচি থেকে দৃষ্টি অন্য দিকে চলে যাক, তা চাইবে না। আর, তাদের এই আলোচ্যসূচি হলো দক্ষিণ বিশ্বের উদ্বেগের বিষয়গুলো সমাধান করা। শুক্রবার নেতারা আসতে শুরু করেছেন। আর, তখনো ভারতীয় কূটনীতিকরা একটি যৌথ ঘোষণার ভাষার জন্য সমঝোতায় পৌঁছার চেষ্টা করছিলেন । ইউক্রেনের বিরুদ্ধে মস্কোর যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমর্থক চীন। ইউক্রেনের প্রসঙ্গ উল্লেখ রয়েছে, এমন একটি খসড়া প্রত্যাখ্যান করেছে রাশিয়া ও চীন। সেই খসড়াতে বলা হয়েছিলো, অধিকাংশ সদস্যই যুদ্ধের কঠোর নিন্দা করেছে। অথচ, এক বছর আগে বালি-তে অনুষ্ঠিত জি২০ শীর্ষ সম্মেলনে এই একই ভাষায় লেখা ঘোষণায় তারা সই করেছিলো। এদিকে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন বলেছে যে, ভারতের প্রস্তাবিত সমঝোতার ভাষা যুদ্ধের বিপক্ষে যথেষ্ট কঠোর নয়, তাই তারা এতে সম্মত হতে পারছেনা। যুক্তরাজ্য জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক রাশিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতে জি২০ সদস্যদের চাপ বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছেন। কোনো যৌথ ঘোষণা ছাড়াই শীর্ষ সম্মেলন শেষ হলে, এটাই পরিষ্কার হয়ে যাবে যে বিশ্বের প্রধান শক্তিগুলোর মধ্যে সম্পর্ক কতটা টানাপোড়েনের মধ্যে রয়েছে।

ঘোষণা এসডিএফ হলো কুর্দি নেতৃত্বাধীন একটি সামরিক জোট

বিদ্রোহ থামলেও সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলে নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে যুক্তরাষ্ট্রসমর্থিত বাহিনী

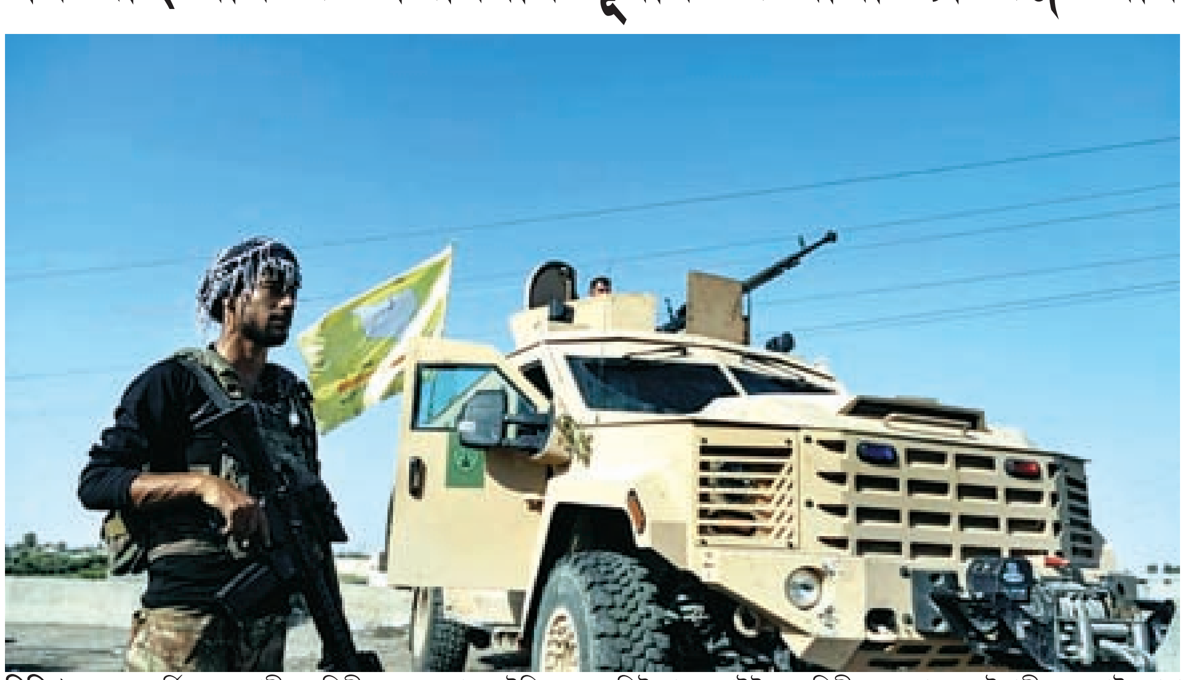

সিরিয়া : কুর্দি নেতৃত্বাধীন সিরীয় বাহিনী, সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলে তাদের স্থানীয় সহযোগীদের বিদ্রোহের প্রচেষ্টা দমনে এক সপ্তাহব্যাপী অভিযানের সমাপ্তি ঘোষণা করেছে। তবে, বিশ্লেষকরা বলেছেন, আরব সংখ্যাগরিষ্ঠ এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন-পুষ্ট গোষ্ঠীটি এখনো বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে।

সিরীয় ডেমোক্রেটিক বাহিনী বা এসডিএফ বুধবার বলেছে, তারা পূর্বাঞ্চলীয় দেইর এল-জোর প্রদেশে তাদের সামরিক অভিযান শেষ করেছে। তবে, এই অস্থির অঞ্চলের একটি অশান্ত শহরে চূড়ান্ত অভিযান এখনো অব্যাহত আছে। সরেজমিনে গবেষণা পরিচালনাকারী, ব্রিটেন-ভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন, সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস বৃহস্পতিবার বলেছে, এসডিএফ এবং এর সাবেক মিত্র মিলিশিয়া বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে লড়াইয়ে কমপক্ষে ৯০ জন নিহত হয়েছেন। এসডিএফ এবং তাদের মিত্র আরব নেতৃত্বাধীন দেইর এল-জোর মিলিটারি কাউন্সিল এর মধ্যে গত সপ্তাহে সংঘর্ষ শুরু হয়। এসডিএফ, দেইর এল-জোর মিলিটারি কাউন্সিল এর কমান্ডার আহমেদ আল-খুবাইল-কে, তার পদ থেকে অপসারন করার পর এই সংঘর্ষ শুরু হয়। আহমেদ আল-খুবাইল, আবু খাওলা নামে বিশেষ পরিচিত। এসডিএ আবু খাওলা এবং আরো কয়েকজন স্থানীয় নেতার বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ও দুর্নীতিতে জড়িত বলে অভিযোগ করে। পাশাপাশি, সিরীয় সরকার ও ইরানী মদতপুষ্ট আধা সামরিক বাহিনীর সঙ্গে তাদের যোগাযোগ রয়েছে বলেও অভিযোগ করা হয়।

এসডিএফ হলো কুর্দি নেতৃত্বাধীন একটি সামরিক জোট। ইসলামিক স্টেট সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এরা যুক্তরাষ্ট্রের বড় সহযোগী ছিলো। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন বৈশ্বিক জোট সমর্থিত এসডিএফ এই অঞ্চলের বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করে। এলাকাটি আগে আইএসের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলো। এই জঙ্গি গোষ্ঠী আইএসআইএস বা দায়েশ নামেও পরিচিত। গত সপ্তাহের সংঘর্ষ শুরু হলে, যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন কম্বাইন্ড জয়েন্ট টাস্ক ফোর্স-অপারেশন ইনহেরেন্ট রিজলভ বা সিজেটিএফ-ওআইআর, অবিলম্বে সহিংসতা বন্ধ করার আহ্বান জানায়।

গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির উপসমিতি গঠনকে ঘিরে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গাজোল থানার পুলিশের ব্যাপক লাঠিচার্জ করতে হয়

মালদা ঃ গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির উপসমিতি গঠনকে ঘিরে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গাজোল থানার পুলিশকে ব্যাপক লাঠিচার্জ করতে হয় বলে অভিযোগ। শুক্রবার দুপুর ১'টা নাগাদ গাজোল ব্লক অফিস সংলগ্ন পঞ্চায়েত সমিতির অফিস চত্বরে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। উপসমিতির গঠন প্রক্রিয়াকে ঘিরে কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার ও কর্মীদের সামনেই দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ বেঁধে যায়। একে অপরকে ইঁট , লাঠি দিয়ে মারতে উঠে বলে অভিযোগ। সেই সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে ব্যাপক লাঠিচার্জ করতে হয়। পাল্টা পুলিশকে লক্ষ্য করে কিছু গোলমাল কারীরা ইঁট ছুঁড়ে বলে অভিযোগ। যদিও এই ঘটনায় পুলিশ এখনো পর্যন্ত কাউকে আটক বা গ্রেফতার করে নি। তবে দুই গোষ্ঠীর বিবাদের মধ্যেই পুলিশ প্রশাসনের হস্তক্ষেপে গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির উপ সমিতি গঠন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে।

উল্লেখ্য, এবারে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় দখল করেছে তৃণমূল। গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হয়েছেন মোজাম্মেল হোসেন। এই পঞ্চায়েত সমিতির মোট ৪৫ টি আসনের মধ্যে এবারের নির্বাচনে তৃণমূল পেয়েছিল ২৪ টি আসন। বিজেপি পেয়েছে ১৮ টি আসন, বামকংগ্রেসের জোট পেয়েছে দুটি আসন এবং নির্দল পেয়েছে একটি আসন। পঞ্চায়েতের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতিতে উপসমিতি গঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সঞ্চালকের দায়িত্ব দেওয়া হয় একজন করে। আর এদিন তৃণমূলেরই দুই গোষ্ঠীর মধ্যেই এই উপসমিতির দায়িত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে পৃথক ভাবে নাম উঠে আসে। আর এই উপ সমিতিতে কোন গোষ্ঠীর লোক দায়িত্ব পাবে তা নিয়েই প্রথম থেকে শুরু হয় নিজেদের মধ্যে বচসা বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির অফিস ঘরের সামনেই উপসমিতি গঠন প্রক্রিয়া চলাকালীন হঠাৎ করে দুই গোষ্ঠীর বাদানুবাদ শুরু হয়। এরপরই দুই পক্ষ ধাক্কাধাক্কি করতে করতে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ে। আর তখনই পুলিশের সামনে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে শুরু হয় তুমুল সংঘর্ষ। একে অপরকে মারতে উদ্ধত হয়। মাটিতে ফেলে কয়েকজন যুবককেও মারধর করে অপর গোষ্ঠীর লোকজন বলে অভিযোগ। সেই পরিস্থিতিতে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। যদিও এ প্রসঙ্গে গাজোল থানার পুলিশ কোন মন্তব্য করে নি।

মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন , লাঠিচার্জের কোনো খবর জানা নেই। তবে গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির উপ সমিতির গঠন ছিল। তা এদিন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী জানিয়েছেন, আমাদের দলের মধ্যে কোনো গোলমাল হয় নি । বিরোধীরা একটা ষড়যন্ত্র করেছিল উপসমিতি গঠনের সময় গোলমাল পাকানোর। সেটাই আমাদের দলীয় নেতৃত্ব প্রতিবাদ করেছে। তৃণমূলের মধ্যে কোনো গোষ্ঠী কোন্দল বা গোলমাল হয় নি।

গাজোলের বিজেপি দলের বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন জানিয়েছেন, তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে যেভাবে শাসক দলের নেতাকর্মীরা একে অপরকে মারধর করছে, তা সকলেই দেখেছে। পুলিশের সামনেই এরকম গোলমাল দেখে আমরা হতবাক। এখন নিজেদের দায় এড়াতে তৃণমূল নেতৃত্ব ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে।

মহা সড়ক নির্মাণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাবসায়ীরা পুনর্বাসনের দাবিতে জেলা শাসকের দ্বারস্থ

আলিপুরদুয়ার ঃ মহা সড়ক নির্মাণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাবসায়ীরা পুনর্বাসনের দাবিতে জেলা শাসকের দ্বারস্থ।গুজরাটের পোর বন্দর থেকে, আসামের শিলচর পর্যন্ত নির্মিয়মান মহা সড়কের আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা অংশে নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে কয়েক বছর ধরে। এবার এই কাজের জন্য শীলবাড়ি ঘাট এলাকার প্রায় দুশো ব্যাবসায়ী উচ্ছেদ হতে চলেছে। সেই সমস্ত ব্যাবসায়ীদের পুনর্বাসন এবং ক্ষতিপূরণের দাবিতে জেলাশাসক কে স্মারকলিপি প্রদান করেন ব্যাবসায়ীরা।

পুলিশ ও ফ্রেন্ডশিপ কাপে জয়ী আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত

ময়নাগুড়ি ঃ পুলিশ ও ফ্রেন্ডশিপ কাপের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হল বুধবার। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর অনুপ্রেরণায় এবং জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের নির্দেশে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশের আযোজনে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ময়নাগুড়ি ব্লকের ১৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে নিয়ে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বুধবার সেই খেলার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই ফাইনাল খেলায় একদিকে ছিলেন আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং অন্যদিকে ছিল চূড়াভান্ডার গ্রাম পঞ্চায়েত। এই খেলায় ২-১ গোলে জয়ী হয় আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত। খেলার ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ হয় আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তাপস রায়, ম্যান অফ দ্যা সিরিজ হন চূড়া ভান্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশাল কঙ্গার, সেরা গোল রক্ষক হন চূড়াভান্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের বিকাশ হাজরা, সেরা ডিফেন্ডার চূড়াভান্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশাল রায়। এই বিষয়ে ময়নাগুড়ি থানার আইসি তমাল দাস বলেন, পুলিশ ফ্রেন্ডশিপ কাপের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হল। সেই খেলায় আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত জয়ী হয়। তারা আগামীদিনে জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত জেলা স্তরের খেলায় অংশ নেবেন।

হারিয়ে যাওয়া এবং চুরি যাওয়া মোট ১৭ টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে মোবাইল মালিকদের হাতে তুলে দিল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি থানার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায় হারিয়ে যাওয়া এবং চুরি যাওয়া মোট ১৭ টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে মোবাইলের মালিকদের হাতে তুলে দিল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার দুপুরে শিলিগুড়ি থানাতে ফোনগুলি তুলে দেওয়া হয়। এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এসিপি মকসুদুর রহমান বলেন ১৭ টি মোবাইল ফোনের মধ্যে ১৩ টি ছিল হারিয়ে যাওয়া,বাকি ৪ টি চুরি যাওয়া মোবাইল। জানা গিয়েছে গত একমাস ধরে শিলিগুড়ি থানার অন্তর্গত বিভিন্ন আউটপোস্ট গুলি এবং শিলিগুড়ি থানাতে মোবাইল চুরির অভিযোগ আসছিল সেই সমস্ত মোবাইল চুরি এবং হারিয়ে যাবার অভিযোগের তদন্তে নেমেই মোবাইল ফোনগুলি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।

শিক্ষারত্ন সম্মাননা প্রাপক শিক্ষককে সংর্বধনা

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমতির পক্ষ থেকে শনিবার সিউড়ি নেতাজি বিদ্যাভবনে অনুষ্ঠিত হল শিক্ষক সম্মাননা । এবছর শিক্ষারত্ন পুরস্কার পাওয়া ইলামবাজার ব্লকের মেটেকোনা হাইমাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মহম্মদ নজরুল ইসলাম সহ মোট তেরোজন শিক্ষকের হাতে এদিন সম্মাননাপত্র ও আনুষঙ্গিক উপহার তুলে দেওয়া হয় । উপস্থিত ছিলেন সিউড়ি পৌরসভার পুরপ্রধান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় ।

চন্দ্রযান সাফল্যের পিছনে রয়েছে মালদহের বিজ্ঞানীর অংশীদার দেবজ্যোতি চক্রবর্তী

মালদা ঃ ইতিমধ্যে সাফল্য পেয়েছে চন্দ্রযান৩ এর অভিযান। চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করেছে ভারতীয় এই চন্দ্রযান। ইতিমধ্যে খুশির হাওয়া গোটা দেশজুড়ে। এই চন্দ্রযান সাফল্যের পিছনে রয়েছে মালদহের বিজ্ঞানীর অংশীদার রয়েছে। তিনিও বর্তমানে ইসরোতে একজন মহাকাশ বিজ্ঞানী হিসাবে কাজ করছেন। মালদা শহরের সর্বমঙ্গলা পল্লীর বাসিন্দা দেবজ্যোতি চক্রবর্তী। বর্তমানে তিনি সেখানে রয়েছেন কর্মসূত্রে। চন্দ্রযান সাফল্যের পিছনে তার অংশীদার থাকায় তার পরিবারের লোকেদের বিশেষ সংবর্ধনা জানালো ইংরেজবাজার পৌরসভার কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর চৈতালি ঘোষ সরকার। বুধবার সন্ধ্যা নাগাদ তিনি দেবজ্যোতি চক্রবর্তী পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। বাবা মাকে সংবর্ধনাও জানানোর পাশাপাশি দেবজ্যোতির সাফল্যের বিভিন্ন কথা শোনেন। আগামীতে সে যেন আরো ভালো কাজ করতে পারে সেই আশায় রাখেন স্থানীয় কাউন্সিলর। ইসরোতে বিজ্ঞানী হিসেবে ছেলে কাজ করায় গর্বিত দেবজ্যোতির বাবা। চন্দ্রযান সাফল্য হওয়ায় তিনিও খুশি।

ধূপগুড়ি উপনির্বাচনের প্রচারে বিশাল মিছিলে যোগ দিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস

জলপাইগুড়ি ঃ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ধুপগুড়ি তে তৃণমূল প্রার্থী অধ্যাপক নির্মল চন্দ্র রায়ের সমর্থনে নির্বাচন প্রচারে এসে বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সহ বিজেপির নেতৃত্বকে এক হাত নিলেন। ধুপগুড়িতে ঢাক ঢোলের সুরে বিশাল মিছিলে কর্মীদের সঙ্গে যোগ দেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তিনি ধুপুগুড়িতে যেভাবে প্রচার চালাচ্ছেন তাতে তৃণমূলের উপকার হবে বলে আশা করছেন তিনি। তিনি তৃণমূল প্রার্থীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ের দাবি করেছেন।

অবিলম্বে অতিরিক্ত ট্রান্সফরমার মঞ্জুর করে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার দাবি উঠেছে উত্তর দারিয়াপুর কোম্পানি পাড়া ,পাচান্নি পাড়ায়

মালদা ঃ বিদ্যুৎ বিভাগের অবহেলায় চূড়ান্ত সমস্যায় পড়েছে উত্তর দারিয়াপুর কোম্পানি পাড়া ,পাচান্নি পাড়া ও রোড সাইডের প্রচুর মানুষ ।ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশুনা লাটে উঠেছে ।সমস্যার কথা জেনেও সুজাপুর বিদ্যুৎ সরবরাহ অফিসের কর্তারা নিষ্ক্রিয় । বাড়ছে এলাকায় ক্ষোভ ।অবিলম্বে অতিরিক্ত ট্রান্সফরমার মঞ্জুর করে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার দাবি উঠেছে । সুজাপুর বিদ্যুৎ সরবরাহ অফিসের অধিনে উত্তর দারিয়াপুর বাজার এলাকায় একটি ১০০ কেভির ট্রান্সফরমার রয়েছে অভিযোগ অতিরিক্ত লোড থাকার ফলে প্রায় প্রতিদিন সন্ধার পর ফিউজ উড়ে যায় ।ফলে গোটা এলাকায় অন্ধকার নেমে আসে ।সমস্যার জেরে ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশুনা লাটে উঠেছে ।কল দিলে কোনক্রমে বিদ্যুৎ আসলেও কিছু ক্ষণের মধ্যে আবার যেই কার সেই হয়ে যায় । ভাদ্র মাসে চূড়ান্ত গরমে বিদ্যুতের সমস্যা এলাকাবাসীকে সমস্যায় ফেলে দিয়েছে ।অবিলম্বে সমস্যা সমাধানের দাবি উঠেছে ।

বহুতলের বেসমেন্টে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন

মালদা ঃ ইংরেজবাজার পৌরসভা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে বহুতল আবাসনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য। এই বহুতল আবাসনের নীচে রয়েছে একটি সোনার দোকানের শোরুম। তার ওপরে রয়েছে আবাসিকরা। বহুতলের বেসমেন্টে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে বলে জানা যায়। ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শহরের বালুচর এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন এবং পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী পৌছান। যদিও দমকলের প্রচেষ্টায় আগুন নেভানো সম্ভব হয়।

ধূপগুড়ি উপনির্বাচনের প্রচারে শুভেন্দু অধিকারীর আগ্রাসী মিছিল ও জনসভা

জলপাইগুড়ি ঃ শুভেন্দু অধিকারী ধূপগুড়ি উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী তাপসী রায়ের সমর্থনে বিশাল সমাবেশ ও জনসভা করছেন। এই নির্বাচনী প্রচারে গত দুদিন ধরে উত্তরবঙ্গে রয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। সকাল থেকেই তাকে কখনো সমাবেশে আবার কখনো জনসভায় বক্তব্য দিতে দেখা যায়।বৃহস্পতিবার বিকেলে ধূপগুড়ির কদমতলা বাজারে আয়োজিত নির্বাচনী সভায় যোগ দেন তিনি। প্রচণ্ড তাপদাহ নির্বিশেষে এই সভায় বিপুল মানুষের সমাগম ঘটে। এরপর ধূপগুড়ি ব্লকের বারোঘরিয়া এক জনসভায় ভাষণ দেন তিনি। সেখানে তিনি বিজেপি প্রার্থীকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করার জন্য ধূপগুড়িবাসীর কাছে আবেদন জানান।

পশ্চিমবঙ্গ প্রতিবন্দী সম্মিলনীর দার্জিলিং জেলা কমিটির পক্ষ থেকে পালিত হল রাখিবন্ধন উৎসব

শিলিগুড়ি ঃ প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও পশ্চিমবঙ্গ প্রতিবন্দী সম্মিলনীর দার্জিলিং জেলা কমিটির পক্ষ থেকে পালিত হল রাখিবন্ধন উৎসব। বৃহস্পতিবার, বিশেষ চাহিদা সম্পন্নরা এদিন পথ চলতি মানুষদের রাখি পড়িয়ে রাখিবন্ধন উৎসব পালন করে। এই রাখিবন্ধনের মধ্য দিয়ে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানববন্ধনের বার্তা দেওয়া হয়।

জাকজমক পূর্ন ভাবে ঝুলন উৎসব পালন হল জলপাইগুড়ির গৌরিয় মঠে

জলপাইগুড়ি ঃ প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও ঝুলনযাত্রা উৎসব পালন হল জলপাইগুড়ি শহরের গৌরীয় মঠে। আর ঝুলন যাত্রা দেখতেই মন্দিরে উপচে পড়েছে ভক্তদের ভীড়। টুনি বাল্ব, লাইটিং সাজিয়ে তোলা হয়েছে গোটা মন্দির প্রাঙ্গন যেন উৎসব মেজাজ চলছে। মন্দির কমিটির সদস্য ভীমকৃষ্ন দাস জানিয়েছেন, প্রতি বছরের মতো এবছরও এই উৎসব চলছে, আজ পূর্নিমা লাগলেও আগামীকাল মন্দিরে নিয়ম অনুযায়ী পুজা অর্চনা চলবে বলে তিনি জানিয়েছেন। অন্যদিকে গৌরি মঠের এই উৎসবে শামিল হতে পেরে খুশি শহরবাসিরাও। তাদের মধ্য থেকে রঞ্জিত বর্মণ নামে এক ভক্ত বলেন, প্রতি বছর ঝুলন উৎসবে এখানে আসি, এবছরও আসছি, অনেক ভালো লাগছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।আরেক ভক্ত ঝুমা ব্যানার্জি বলেন ,এই প্রথমবার আসলাম ঝুলন যাত্রায়,খুব ভালো লাগলো আগামীতেও আসবো । অন্যদিকে জমিদার পাড়ায় ঝুলন যাত্রা উপলক্ষ্যে খিচুড়ি প্রসাদ খায়ানো হোলো এদিন রাতে।

বিজেপি এসব ঘটনাকে অস্ত্র বানিয়ে নোংরা রাজনীতি করছে ঃ সায়নী ঘোষ

শিলিগুড়ি ঃ মাটিগাড়ায় স্কুল ইউনিফর্মে খুন হওয়া নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের রাজ্য সভানেত্রী সায়নী ঘোষ। বৃহস্পতিবার দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ, জেলা যুব যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নির্ণয় রায়, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃত্বদের সঙ্গে নিয়ে মৃতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। পরিবারের পাশাপাশি দল এবং রাজ্য সরকার অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক এই দাবি জানিয়েছেন তিনি। যদিও শহরে ক্রমবর্ধমান অপরাধ ও নারী ধর্ষণ এবং নির্যাতনের বিষয়ে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের উপর আস্থা রাখার কথা জানান সায়নী ঘোষ। পাশাপাশি এসব ঘটনাকে হাতিয়ার করে নোংরা রাজনীতি করছে বিজেপি বলেও অভিযোগ করেন সায়নী ঘোষ।

মহিলার গলা থেকে চেইন ছিনতাইয়ের অভিযোগে যুবক গ্রেফতার, অপরাধে ব্যবহৃত বাইক জব্দ করেছে পুলিশ

শিলিগুড়ি ঃ গতকাল সন্ধ্যায় রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় মহিলার গলা থেকে সোনার চেইন ছিঁড়ে নিয়ে চম্পট দিলো বাইক দুস্কৃতি।এই বিষয় নিয়ে নিউ জলপাইগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ করার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ছিনতাই হওয়া সোনার চেইন উদ্ধার করল পুলিশ। রবিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটে শিলিগুড়ি শক্তিগর সুকান্ত পল্লী এলাকায়। জানা গেছে ফুলবাড়ী ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অম্বিকানগরের এক মহিলা । ছিনতাই হওয়ার সোনার চেনের মূল্য প্রায় ৮০ হাজার টাকা বলে দাবি মহিলার। ঘটনার অভিযোগ নিউ জলপাইগুড়ি থানায় দায়ের হতে তদন্ত শুরু করে নিউ জলপাইগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। অবশেষে এই ঘটনায় জড়িত শিলিগুড়ির শক্তিগর এলাকার বাসিন্দা ইমরান রহমানকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তার থেকে উদ্ধার হয় সোনার চেনটি। এদিকে পুলিশের মাধ্যমে সোনার চেইন ফিরে পেয়ে খুশি ওই গৃহবধূ।। তবে প্রকাশ্যে এভাবে রাস্তা থেকে হার ছিনতাই এর ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত মহিলারা।। ছিনতাইকারীকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি এই কাজে ব্যবহৃত তার দামী মোটরবাইক টিকে বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ধৃতকে পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে তাকে আরো জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে। এই ঘটনার সাথে আরো কেউ জড়িত আছে কিনা তদন্ত করছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ।

কোচবিহারে দুটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

কোচবিহার ঃ কোচবিহার শহরে আরও দুটি পুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন হলো।এই নিয়ে শহরে মোট স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৭টি। বৃহস্পতিবার শহরের ২০ ও ১ নম্বর ওয়ার্ডে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন করেন চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। স্থানীয় কাউন্সিলাররাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। জানা গিয়েছে, প্রাথমিক চিকিৎসার পাশাপাশি রক্তচাপ, সুগার সহ নানা পরীক্ষা নিরীক্ষাও সেখান থেকে করা হবে। একজন করে চিকিৎসক, স্টাফ নার্স এবং এএনএম কর্মী সহ মোট পাঁচজন কর্মী থাকছে এক একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে।এদিন উদ্বোধন শেষে রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে নিজেও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। তিনি জানান, অল্প অসুস্থ হলেও বাসিন্দাদের লাইন দিয়ে হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তার দেখাতে হতো। এখন বাড়ির সামনেই স্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকায় বাসিন্দাদের সুবিধা হবে। রবিবাবু আরও জানান, খুব শীঘ্রই শহরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে আরও একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন করা হবে।

মোদী হ্যায় তো মুমকিন হ্যায় , আগলি বার ৪০০ পার। ওসি কে উপনির্বাচন থেকে দূরে রাখার আবেদন

জলপাইগুড়ি ঃ বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়িতে ধুপগুড়ি উপ নির্বাচন প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি সার্কিট হাউসে ধুপগুড়ি উপ নির্বাচনের পুলিশ এবং সাধারণ পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে দেখা করেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত কুমার রায়। সেখান থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, আই এন ডি আই এ লিখলেই দেশ ভক্ত হয়ে যায় না, তাহলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং ইন্ডিয়ান মুজাহিদীন রাও ইন্ডিয়ান লেখে।আগামী লোকসভা নির্বাচনে মোদীজির নেতৃত্বে চারশো আসন পার করবে দল।কৌশিক চন্দ্র নামের এক রাজ্য সরকারী আধিকারিক এবং বানারহাট থানার পুলিশ অফিসার কে ধুপগুড়ি উপ নির্বাচন থেকে সরিয়ে রাখার আবেদনও রাখেন তিনি।

শিলিগুড়ির মহেশমারী নদী থেকে উদ্ধার হল বৃদ্ধার দেহ

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত নেতাজি কলোনি এলাকায় মহেশমারি নদী থেকে উদ্ধার হল এক বৃদ্ধের মৃতদেহ। ঘটনা ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয়রাই প্রথমে মৃতদেহটিকে নদীতে ভাসতে দেখেন। এরপর ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও প্রধাননগর থানার পুলিশকে ঘটনার খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে মৃতদেহটিকে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। মৃতের নাম পরিচয় এখনও জানা যায়নি। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মালদার চাঁচলে তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সহ গ্রেপ্তার দুই

মালদা ঃমালদার চাঁচলে তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সহ গ্রেপ্তার দুই।গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে বুধবার গভীর রাতে জালালপুর এলাকার একটি আমবাগান অভিযান চালিয়ে মূল অভিযুক্ত সহ দুই জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিস সুত্রে জানা জিয়েছে,ধৃতদের নাম খাইরুল হাবিব(২৪), মতিউর রহমান (৪৬), আব্দুল রোপ (৩৭)।এরা প্রত্যেকে জালালপুর এলাকার বাসিন্দা। ধৃতদের দশ দিনের পুলিশে হেফাজোতের আবেদন জানিয়ে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ।ধৃতের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়নি।খাইরুল মূল অভিযুক্ত বলে চাঁচল থানার পুলিশ দাবি করেছে।পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে ,এরা প্রত্যেকে কংগ্রেস কর্মী। মূল অভিযুক্ত খাইরুল ওই এলাকার কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সমিতির পরাজিত প্রার্থীর ছেলে। উল্লেখ্য,জমি নিয়ে বিবাদের জেরে গুলি করে খুন হয় তৃণমুল কংগ্রেস কর্মী।জমি নিয়ে বিবাদের জেরে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে চাঁচল থানার জালালপুর এলাকা। ঘটনাটি ঘটেছিলো মালদা চাঁচোলের জালালপুর চৌরঙ্গী মোড় এলাকায়।মৃত যুবকের নাম শহিদুর রহমান (৩২)।ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী। এলাকায় পঞ্চায়েত দখলের পর থেকে কংগ্রেস কর্মীরা সন্ত্রাস চালাচ্ছে। তারাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে বলে তৃণমুল অভিযোগ তোলে। দুই ভাইকে পোলের সঙ্গে বেঁধে রেখে, আরেক ভাইকে বাড়ি থেকে ডেকে প্রকাশ্যে গুলি করে খুন করার অভিযোগ ওঠে। পরিবার হামলাকারী গফুর আলী, আহাদ শেখ, খাইরুল শেখ, শাহজাহান আলী সহ তার দলবলের বিরুদ্ধে চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। তৃণমুলের জেলা সভাপথি আব্দুর রহিম বক্সি বলেন,যে ঘটনাটি ঘটেছে তা অত্যান্ত দুঃখজনক।তাকে গুলি করে খুন করেছে কংগ্রসেরিরা।আমরা তাদের গ্রেফতারর দাবি জানিয়েছি। কংগ্রস বোর্ড করেছে বলে এলিকায় সন্ত্রাস করবে তা কখনোই মেনে নেওয়া যাবে না। জেলা কংগ্রেসের কার্যকরি সভিপতি কালি সাধন রায় বলেন,জমি নিয়ে বিবাদ হল আরকংগ্রসেদের গ্রেফতার করছে পুলিশ। তারমানে তৃণমুল পুলিশের ওপর চাপ সৃষ্টি করে এই কাজ করছে। এটা কখনো মেনে নেওয়া যায় না।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

আগামী বিধানসভার অধিবেশনে সরকার পঞ্চায়েত রাজ আইন বিল উত্থাপন করতে চলেছে বলে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

বরাক উপত্যকার গুরু চরণ মহাবিদ্যালয় সহ অন্যান্য আরো পাঁচটি মহাবিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নতিকরণে বিল আনবে সরকার, রাজ্য থেকে আফস্পা সম্পূর্ণভাবে তুলে দিতে কেন্দ্রকে অনুরোধ জানিয়ে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আগামী ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অসম বিধানসভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই বিধানসভার অধিবেশনে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিল উত্থাপন করবে সরকার। এর মধ্যে অন্যতম পঞ্চায়েত রাজ আইন বিল। এই আইন পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ভাবে গড়ে তুলতে এক মাইল ফলক হিসাবে চিহ্নিত হবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি জানান বরাক উপত্যকার গুরু চরণ মহাবিদ্যালয় সহ অন্যান্য আরো পাঁচটি মহাবিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নতিকরণে বিল উত্থাপন করতে চলেছে সরকার। তাছাড়া রাজ্য থেকে আফস্পা অর্থাৎ সেনাবাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন সম্পূর্ণভাবে তুলে দিতে কেন্দ্রকে অনুরোধ জানিয়ে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। গুয়াহাটি মহানগরের খানাপাড়া স্থিত কইনাধরা রাজ্য অতিথিশালায় শুক্রবার সন্ধ্যায় এক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানান আগামী অসম বিধানসভার অধিবেশনে পঞ্চায়েত রাজ আইন বিল উত্থাপন করতে চলেছে সরকার। নতুন পঞ্চায়েত রাজ আইন অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রত্যেক দলের প্রভাব এর বাইরে থাকবে। রাজনৈতিক দলগুলো এবার থেকে জেলা পঞ্চায়েত এবং আঞ্চলিক পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে। কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক হবে। তাছাড়া অরাজনৈতিক ভাবে নির্বাচনে গঠিত পঞ্চায়েত থেকে একজন অরাজনৈতিক সভাপতি নির্বাচিত করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন জেলা পরিষদের নির্বাচনে একটি দল বিরোধী আইন আনার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। সেই হিসেবে ৫০ জন সদস্য একসঙ্গে দল ত্যাগ করে নতুন দলে না গেলে সেটা বৈধ হবে। অন্যথা এক দুজন বা ৫০ জনের কম সদস্য দল ত্যাগ করলে সেই সেই ব্যক্তির জেলা পরিষদের সদস্য পদ খারিজ হবে। জেলা পরিষদের ব্যয় এর হিসাব এখন থেকে অ্যাকাউন্ট জেনারেল অফ ইন্ডিয়া করবে। অর্থাৎ স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে অসমের পঞ্চায়েত রাজ আইন এক মাইল ফলক হিসাবে চিহ্নিত হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন এদিনের মন্ত্রিসভার বৈঠকে বরাক উপত্যকার গুরু চরণ মহাবিদ্যালয় সহ অন্যান্য আরো পাঁচটি মহাবিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নতিকরণে বিল আনার ক্ষেত্রে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।এক্ষেত্রে মন্ত্রিসভায় নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বরাক উপত্যকার গুরু চরণ মহাবিদ্যালয়কে গুরুচরণ বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ লক্ষীমপুর মহাবিদ্যালয়কে নর্থ লক্ষীমপুর বিশ্ববিদ্যালয়, জেবি মহাবিদ্যালয়কে জেবি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গাইগাঁও মহাবিদ্যালয়কে ইউনিভার্সিটি অফ বঙ্গাইগাঁও এবং কোকরাঝার মহাবিদ্যালয়কে কোকরাঝার বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নতিকরণের ক্ষেত্রে আগামী বিধানসভার অধিবেশনে বিল উত্থাপন করা হবে বলে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন শুধুমাত্র কোকরাঝাড় মহাবিদ্যালয়কে কোকরাঝার বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করার বিল আগামী ডিসেম্বর কোকরাঝাড়ে অনুষ্ঠেয় অসম বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন চলাকালীন উত্থাপন করা হবে। বাকি বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর বিল এই অধিবেশনে উত্থাপন করবে সরকার।

অন্যদিকে রাজ্য থেকে আফস্পা অর্থাৎ সেনাবাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন সম্পূর্ণভাবে তুলে দিতে কেন্দ্রকে অনুরোধ জানিয়ে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন ১৯৯০ সাল থেকে রাজ্যে আফস্পা অর্থাৎ সেনাবাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন বলবৎ করা হয়েছিল। অবশেষে রাজ্যের আটটি জেলাকে বাদ দিয়ে বাকি এলাকাগুলো থেকে ইতিমধ্যে আফস্পা আইন তুলে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এবার সম্পূর্ণ রাজ্য থেকে সেনাবাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রত্যাহার করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে এদিনের মন্ত্রিসভায় ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে রাজ্যে অব্যাহত থাকা শান্তি এবং সম্প্রীতির বাতাবরণ অধিক সুদৃঢ় করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

যাত্রীদের সুবিধার জন্য স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা অব্যাহত

সব্যসাচী দে

মালিগাঁও ঃ উৎসবের সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে ট্রেন নং. ০১৬৬৬০১৬৬৫ (আগরতলা রানি কমলাপতি আগরতলা) স্পেশাল ট্রেন এবং ট্রেন নং. ০৫৬৯৫০৫৬৯৬ (আগরতলা শিলচর আগরতলা) ট্রেনের পরিষেবা ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই ট্রেনগুলি পরিষেবার বিদ্যমান দিন, সময়সূচি, স্টপেজ ও গঠনের সাথে চলাচল করবে।

সেই অনুযায়ী, ট্রেন নং. ০১৬৬৫ (রানি কমলাপতি আগরতলা)স্পেশাল ট্রেনটি প্রত্যেক বৃহস্পতিবার করে চলাচল করবে এবং এর পরিষেবা ৩০ নভেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নং. ০১৬৬৬ (আগরতলা রানি কমলাপতি) স্পেশাল ট্রেনটি প্রত্যেক রবিবার করে চলাচল করবে এবং এর পরিষেবা ০৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এছাড়াও, ট্রেন নং. ০৫৬৯৫০৫৬৯৬ (আগরতলা শিলচর আগরতলা) ট্রেনটির চলাচল উভয় দিক থেকে ২১ ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই ট্রেনটি প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ও শনিবার করে চলাচল করবে।

এই ট্রেন পরিষেবাগুলি বৃদ্ধি করার ফলে এই রুটগুলিতে চলাচলকারী অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা উপকৃত হবেন। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

মাতাজী আশ্রমের প্রবীণ ট্রাস্টি পরিমলেন্দু চ্যাটার্জি চলে গেলেন

জামশেদপুর ঃ জামশেদপুর নিবাসী ও হাতার মাতাজী আশ্রমের ট্রাস্টি পরিমলেন্দু চ্যাটার্জি ওরফে দুলু চ্যাটার্জি বিগত ৭ ই সেপ্টেম্বর সকাল ৯.৩০ টার সময় জামশেদপুরে তাঁর বাস ভবনে রামকৃষ্ণ লোকে যাত্রা করেছেন।তাঁর বয়স হয়েছিলো ৮৮ বছর।তিনি তাঁর ধর্ম পত্নী ছাড়াও এক পুত্র,এক কন্যা ও নাতি নাতনিদের ছেড়ে চলে গেছেন।তিনি একজন রামকৃষ্ণ,মা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত ও অনুরাগী ছিলেন।তিনি বহুদিন থেকে হাতার মাতাজী আশ্রমের সাথে যুক্ত ছিলেন।তিনি আশ্রমের একজন প্রবীণ ট্রাস্টি ছিলেন।তাঁর প্রয়ানে মাতাজী আশ্রমের সুনীল কুমার দে,রঘু নন্দন ব্যানার্জি,হীরালাল দে,জয়দেব মুখার্জি,শঙ্কর চন্দ্র গোপ,কমল কান্তি ঘোষ,মোহিতোষ মণ্ডল,কৃষ্ণ পদ মণ্ডল,রাজ কুমার সাহু,বিশ্বামিত্র খন্দায়েত,সঞ্জয় সাহু,মিঠুন সাহু,মহেশ বিয়ানী ছাড়াও মাতাজী আশ্রম পরিবারের ভক্তরা দুঃখ ও শোক প্রকাশ করেছেন।ঠাকুরের কাছে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করে তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার জনের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য - নেত্র পরীক্ষা শিবির আয়োজন

পোটকা ঃ জীবে প্রেম করে যে জন সে জন সেবিছে ঈশ্বর , স্বামী বিবেকানন্দের উক্তিকে অনুকরণ করে আজ ৯ ই সেপ্টেম্বর, শনিবার,২০২৩ সকল বাঙ্গালীর মিলন স্থল বঙ্গবন্ধু (এসো পাশে দাঁড়াই) পোটকা শাখার পক্ষ থেকে পোড়াডিহ গ্রামের পঞ্চায়েত ভবনে ব্রমহানন্দ নারায়নালায় হস্পিটাল এবং পূর্ণিমা নেত্রালোয়ের সহযোগিতায় নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য - নেত্র পরীক্ষা শিবির আয়োজন হয়। নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য - নেত্র পরীক্ষা শিবিরের শুভ উদ্বোধন প্রাক্তন সিভিল সার্জন ডাঃ এ কে লাল , মাতাজী আশ্রম হাতার ট্রাস্টি সহ সাহিত্যিক শ্রী সুনীল দে, বঙ্গবন্ধু পোটকা শাখা সংযোজক শ্রী মৃণাল পাল, মাতাজী আশ্রমের সম্পাদক শ্রী রাজকুমার সাহু, সদস্য শ্রী রাজু পাল,উপমুখীয়া শ্রী কালিচরণ সর্দার সহ প্রমুখরা মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বলিত করে ভারত মাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পনের মাধ্যমে হয়। বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে আগত অসুস্থ্য গ্রাম বাসীদের নেত্র - স্বাস্থ্য

পরীক্ষা করা হয় এবং ছানি রোগে আক্রান্তদের সনাক্ত করা হয় যাঁদের আগামী দিনে নিঃশুল্কে অস্তপচার করা হবে। নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য - নেত্র পরীক্ষা শিবিরে চিকিৎসক ও সন্মানীয়দের ও স্বেচ্ছাসেবকদের শাখা সংযোজক শ্রী মৃণাল পাল মহাশয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। শিবিরকে সাফল্য মন্ডিত করতে বিশেষ ভাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী সঞ্জয় সাহু,শ্রী মধু পাত্র,শ্রী বাদল চন্দ্র রানা,শ্রী পান সর্দার,শ্রী সুমন্ত সিট,শ্রী নন্দু পাল।

ধূপগির বিধানসভায় কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে বললেন ওরা ভাবে কেন্দ্রীয় বাহিনী মুড়ে দিলে ভোট হয়ে যাবে ঃ ফিরাদ হাকিম

কলকাতা ঃ ভোট কোনদিনও প্রশাসন দেয় না।ভোট মানুষ দেয়। রাজনীতি হচ্ছে মানুষের উপর ভরসা করো মানুষকে বিশ্বাস করো মানুষের সেবা করো মানুষ যদি চায় আমি পাশে থাকবো তাহলে মানুষই ভোট দেবে।কেন্দ্রীয় বাহিনী দেখিয়ে বিশাল পাওয়ার দেখিয়ে ভোট হয় না।মুখ্যমন্ত্রীর মিষ্টি ব্যবসায়ীদের বক্তব্য নিয়ে দিলীপ ঘোষের কটাক্ষ নিয়ে বললেন মুখ্যমন্ত্রী অনেক কিছু জানেন কারণ উনি মাটির থেকে উঠে এসেছে। যারা হঠাৎ করে আরএসএস ক্যাম্প থেকে উঠে আসলো তারা একটা গণ্ডির মধ্যে রয়েছে। যারা মানুষের জন্য কাজ করে সমস্ত ঝামেলায় মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় তারা অনেক কিছুই জানবে। মুখ্যমন্ত্রী জানেন তাই বলেই। আর দিলীপ দা জানেন না সেটা তারই দুর্ভাগ্য। পুরো নিয়গ দুর্নীতি নিয়ে বললেন ইনকোয়ারি হোক কিন্তু যেন মিডিয়াট্রায়াল না হয়। ইনকোয়ারিতে কারোর কোন আপত্তি নেই।কিন্তু এটা দুর্ভাগ্য যে এজেন্সি রা যা করছে তা মিডিয়াকে জানিয়ে দিচ্ছে। এজেন্সি কোর্টের কাছে দায়বদ্ধ। তদন্ত করতে জানাবে মিডিয়াকে এটা ঠিক না। এজেন্সিকে নিয়ে রোজ টুইট করে মিডিয়াকে জানিয়ে দেওয়া মানুষ কে জানিয়ে দেওয়া এটা ঠিক না। তদন্ত ভুলও হতে পারে সেটা ঠিক না ভুল কোর্ট ঠিক করবে। পাবলিসিটির জন্য মিডিয়াকে জানিয়ে দেওয়া এটা বিপদে ফেলে দিচ্ছে। একটা পার্টিকে সাহায্য করার প্রয়াস এটা ভারতের সংবিধানের ক্ষতি করছে। নিষিদ্ধ বাজি উদ্ধার হচ্ছে এগুলো আরো হবে মুখ্যমন্ত্রী খুব বিরক্ত প্রকাশ করেছেন। এতবার বলা সত্ত্বেও পুলিশ নিষ্ক্রিয়তা করছে। কিছু আই সি ও সি দের জন্য বাংলা বদনাম হচ্ছে। রেট হবে ধর পাকর হবে এটা পুলিশের দায়িত্ব। লিপসেন বাউন্স এর বিচারপতির বক্তব্যে আমি কোন বক্তব্য রাখবো না। কোর্ট বলেছে বলেই আমি জেলে ছিলাম হসপিটালে থাকি নি। ইন্ডিয়ার ভয়ে গ্যাসের দাম কমছে ভালো হচ্ছে মানুষের। কিন্তু ভোটের সময় গ্যাসের দাম কমিয়ে মানুষকে বোকা বানিয়ে লাভ নেই মানুষ এত বোকা নয়। নাকাশিপাড়া নিয়ে বললেন আমার মনে হয় না এটা গোষ্ঠী সংঘর্ষ। বিজেপির লোক মরলেই বলে তৃণমূল করেছে,আর তৃণমূলের লোক মরলেই বলে গোষ্ঠী সংঘর্ষ।

ঝালদা পৌরসভার সাথে বিমাতৃসুলভ আচরণ। হাউস ফর অল প্রকল্পের টাকা বন্ধ করেছে রাজ্য, হাইকোর্টে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান সহ ৭ কাউন্সিলর

কলকাতা ঃ গত বছর ৩ রা নভেম্বরে এই প্রকল্পের জন্য রাজ্য তিন কোটি টাকা দিলেও ডিসেম্বরে প্রায় দু কোটি উনোয়াশি লক্ষ টাকা প্রত্যাহার করে নেয়। যে কারণে থমকে আছে প্রকল্পের কাজ । বিরোধী দলের নেতৃত্বে পৌরসভা চালিত হচ্ছে বলেই রাজ্য সরকার এই বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে । এ ব্যাপারে আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়ে মামলা দায়ের করা হয়েছে । আগামিকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখ্য গত ২১এ নভেম্বর, ২০২৩ তৃণমূল কংগ্রেস দ্বারা পরিচালিত ঝালদা পুরসভার চেয়ারম্যান সুরেশ আগরওয়াল অপসারিত হন।

সন্তানের সামনেই গৃহবধূকে ধর্ষণ, গ্রেফতার অভিযুক্ত

কুলতলী ঃ স্বামীর অবর্তমানে বাড়িতে ঢুকে ধর্ষণের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছাড়াল গোটা এলাকায় । ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলী থানা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে , মঙ্গলবার রাতে গৃহবধূর স্বামী কাজে গিয়েছিলেন। বাড়িতে সন্তানদের নিয়ে একাই ছিলেন ওই গৃহবধূ । অভিযুক্ত ব্যক্তি সেই সুযোগকেই কাজে লাগায়। ঘরের মধ্যে ঢুকে মহিলাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ ওঠে । শুধু তাই নয়, নির্যাতিতাকে হুমকিও দেয় যদি তিনি চিৎকার করেন তাহলে তাঁর সন্তানদের প্রাণে মেরে ফেলবে। রাত্রিবেলা কাজ সেরে বাড়িতে ফেরেন গৃহবধূর স্বামী। কান্নাভেজা গলায় সমস্ত ঘটনা স্বামীকে খুলে বলেন তিনি। এরপর কুলতলী থানায় অভিযোগ দায়ের করে ওই পরিবার । অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। নির্যাতিতার স্বামী জানান, রাত বারোটার সময় কাজ সেরে বাড়িতে ফিরি । সেই সময় দেখি এক যুবক বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গেসঙ্গে ভিতরে গিয়ে দেখি স্ত্রী কান্নাকাটি করছে। ও জানায় অভিযুক্ত শারীরিকভাবে নির্যাতন করেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি বেরিয়ে যাই ও ওই যুবককে হাতেনাতে ধরে ফেলি । গ্রামের সকলকে গোটা বিষয়টি জানানো হয় । এরপর কয়েকজন ক্ষিপ্ত গ্রামবাসী মারধর করে ওই যুবককে । থানায় অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে । ধৃতের বিরুদ্ধে ধর্ষণ সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করে বুধবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

সম্প্রীতির বার্তা দিতে এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের অন্তর্গত নোয়াপাড়া থানায় পালিত হলো রাখি বন্ধন উৎসব

কলকাতা ঃ পালিত হচ্ছে রাখি বন্ধন উৎসব। সম্প্রীতির বার্তা দিতে এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের অন্তর্গত নোয়াপাড়া থানায় পালিত হলো রাখি বন্ধন উৎসব। নোয়াপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক পার্থ সারথী মজুমদারের উদ্যোগে পালিত হয় এই উৎসব। এদিন থানার পুলিশ কর্মীরা ও তাদের পরিবারের সদস্যরা একে অপরের হাতে যেমন রাখি পরিয়ে দেন। সেই সঙ্গে চলতে থাকে মিষ্টি মুখ করানোর পালা। এদিন পুলিশ কর্মীরা থানার অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক, পুলিশ কর্মীদের সাথে পথ চলতি মানুষ ও গাড়ুলিয়া পৌর সভার উপ পৌর প্রধান ও অন্যান্য কাউন্সিলর দের হাতেও পড়িয়ে দেন রাখি।

জয়দেব কেন্দুলী পুলিশ ফাঁড়িতে উদ্যোগে পালন করা হলো রাখি বন্ধন উৎসব

কলকাতা ঃ ৩০ শে আগস্ট বুধবার পবিত্র রাখি বন্ধন দিন হিসাবে পালন করা হয়।বীরভূম জেলার ইলামবাজার ব্লকের অন্তর্গত জয়দেব কেন্দুলী পুলিশ ফাঁড়ির উদ্যোগে রাখিবন্ধন উৎসবটি পালন করা হলো। উপস্থিত ছিলেন জয়দেব পুলিশ ফাঁড়ি র কর্মরত আইসি সেখ সাকিব সাহেব ও তাঁর সহ কর্মীবৃন্দরা। সংবাদসুত্রে প্রকাশ প্রত্যেক বছরের ন্যায় এ বছরেও জয়দেব পুলিশ ফাঁড়ির উদ্যোগে রাখি বন্ধন উৎসবটি কে পালন করা হয়। এবং এই রাখি বন্ধন অনুষ্ঠানটিকে ঘিরে জয়দেব এলাকাবাসী তথা টোটো চালক, অটোচালক ও ব্যবসায়ী গনরা খুবই খুশি ও আনন্দিত। সূত্রে প্রকাশ এরকম উৎসব যাতে প্রতিবছর হয় এবং পুলিশের ভালোবাসা ও মানবিকতা দেখানোর জন্য সাধারণ মানুষ ও এলাকাবাসী জয়দেব পুলিশ ফাঁড়ি র আইসি শেখ সাকিব সাহেব মহাশয় কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এইরকম উৎসবকে পুলিশ ফাঁড়ির উদ্যোগে সফল ও সুষ্ঠুভাবে করার জন্য জয়দেব এলাকাবাসী ও ব্যবসায়ী গনরা সাধুবাদ জানিয়েছেন।।

কড়িধ্যায় দুয়ারে বিদ্যালয়

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ সিউড়ি একনং ব্লকের কড়িধ্যা যদুরায় মেমোরিয়াল এনড পাবলিক ইনস্টিটিউশন (উচ্চ মাধ্যমিক) পড়ুয়াদের বাড়ী বাড়ী গেলো অর্থাৎ দুয়ারে বিদ্যালয় কর্মসূচি করলো শনিবার । অভিভাবক সুলতা কাহার,রিমপা কাহার বলেন, ছেলেরা স্কুল যায় না তাই মাস্টারমশাইরা এসেছে । রেজিস্ট্রেশন ফর্ম ফিলাপ করালো । সহশিক্ষক পার্থসারথি ঘোষ বলেন, কোভিডের পর বেরিয়েছিলাম আবার একবার বেরোলাম । স্কুলছুট পড়ুয়ার সংখ্যা কমানোর জন্য চেষ্টা করছি । স্কুল না যাওয়ার কারণ জানতে চাইছি । নবম শ্রেণীর ছাত্র হীরাডাঙগাল গ্রামের রাজ অঙ্কুর বলে, বাবার শরীর খারাপ ছিল তাই দুই তিনমাস স্কুল যেতে পারি নাই । খুব খারাপ লাগছে স্যাররা এতোদূর থেকে বাড়ীতে আসার জন্য । আগামীদিনে স্কুল যাবো । ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক যামিনীকান্ত সাহা বলেন, ক্লাস নাইনের রেজিস্ট্রেশন চলছে এখনো পর্যন্ত কুড়ি একুশজন ছাত্র ছাত্রী রেজিস্ট্রেশন করে নি । এখন কেউ কাজে চলে গিয়েছে বা অন্য কারনে স্কুলে যাচ্ছে না সেই কারণ জানার জন্যই দুয়ারে বিদ্যালয় কর্মসূচি ।

সম্পাদকীয়

রাশিয়াইউক্রেন প্রসঙ্গ রেখে জি২০ ঘোষণাপত্র জারি

জি২০ শীর্ষবৈঠকের পর মতৈক্যের ভিত্তিতে ঘোষণাপত্র জারি হলো। রাশিয়াইউক্রেন নিয়েও সেখানে অনেক কথা আছে। জি২০ বৈঠকে সবচেয়ে বড় প্রশ্নটা ছিল, এখানে কোনো ঘোষণাপত্র জারি করা যাবে কিনা? কারণটা হলো, ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে মতবিরোধ। পশ্চিমা দেশগুলি ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা করার পক্ষে ছিল। কিন্তু রাশিয়া, চীন তা মানতে রাজি ছিল না। ভারতও এই যুদ্ধে কারো পক্ষই নেয়নি। ফলে তারা এমন একটা অবস্থান নিতে চাইছিল, যাতে সর্বসম্মতভাবে বিষয়টি নিয়ে এগোনো যায়। আর এটাই ছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং কূনীতিকদের পরীক্ষা ও চ্যালেঞ্জ। শেষপর্যন্ত সেই পরীক্ষায় তারা সফল হয়েছেন। সকলের সম্মতিতে ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়েছে। ঘোষণাপত্রে কী বলা হয়েছে? ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে দিল্লি ঘোষণাপত্রে মোট সাতটি পয়েন্ট আছে। দিল্লি ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে, ''বিশ্বে যুদ্ধ ও অন্য সংঘাতের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। মানুষের কষ্ট বাড়ছে বলে আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি। ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আমরা বালিতে যে আলোচনা

করেছিলাম, তা মনে করিয়ে দিয়ে আবার বলতে চাই, আমরা আমাদের জাতীয় অবস্থানের কথা বলেছি এবং জাতিসংঘের সাধারণ সভায় ও নিরাপত্তা পরিষদে যে প্রস্তাব নেয়া হয়েছিল তার কথা বলেছি। সেখানে বলা হয়েছে, কোনো দেশ যেন জোর করে অন্য দেশের জমি অধিকারের এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা খর্ব করার চেষ্টা না করে। পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি একেবারেই মানা যায় না।'' ঘোষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, ''জি২০ হলো আন্তর্জাতিক আর্থিক সহযোগিতার মঞ্চ। এটা কোনো ভূরাজনৈতিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের মঞ্চ নয়। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, এই বিষয়গুলির একটা বড় প্রভাব বিশ্বের অর্থনীতির উপর পড়ে।'' দিল্লি ঘোষণাপত্রে এটাও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে, ''ইউক্রেন যুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে বিশ্বের খাদ্য ও এনার্জি সিকিউরিটি, সাপ্লাই চেন, মুদ্রাস্ফীতি ও বৃদ্ধির উপর। কম উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলি এখনো কোভিড ১৯-এর ধাক্কা সামলে উঠতে পারেনি, তারা আরো চাপের মধ্যে পড়েছে।'' তুরস্কর প্রয়াসের প্রশংসা করে বলা হয়েছে, ''জাতিসংঘের উদ্যোগে রাশিয়া ও জাতিসংঘের সচিবালয়ের মধ্যে যে ইস্তাম্বুল সমঝোতা চুক্তি হয়েছিল, তাতে রাশিয়ার খাদ্যসামগ্রী ও সার যাতে বিশ্ববাজারে আসে এবং ইউক্রেনের বন্দর থেকে খাদ্যশস্য যাতে বাইরে আসতে পারে তা নিয়ে সমঝোতা হয়। আমরা চাই, রাশিয়া ও ইউক্রেন থেকে খাদ্যশস্য ও সার যেন সময়ে বিশ্ববাজারে আসতে পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। এটা আফ্রিকার উন্নয়নশীল ও কম উন্নত দেশের চাহিদা।'' এই প্রসঙ্গেই খাদ্য ও এনার্জি সুরক্ষার কথা বলা হয়েছে ঘোষণাপত্রে। সেখানে বলা হয়েছে, ''আমরা আবেদন জানাই, পরিকাঠামোর উপর আঘাত যেন না করা হয়। এই সংঘাতের প্রভাব যেভাবে বেসামরিক মানুষের উপর পড়ছে এবং তার ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুর অবস্থা তৈরি হচ্ছে তাতে আমরা গভীরভাবে চিন্তিত।'' বলা হয়েছে, ''আমরা সব দেশের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, তারা যেন আন্তর্জাতিক আইন, আঞ্চলিক অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব মেনে চলে। শান্তি ও স্থিরতাকে অক্ষুন্ন রাখে। তারা যেন আলোচনা ও কূটনীতির মাধ্যমে সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধান করে। বিশ্বের অর্থনীতির উপর যুদ্ধের প্রভাবের মোকাবিলায় আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকব। ইউক্রেনে দীর্ঘস্থায়ী শান্তির জন্য যে কোনো গঠনমূলক উদ্যোগ আমরা সমর্থন করব। জাতিসংঘের চার্টার মেনে শান্তি, বন্ধুত্ব ও সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক বাড়ানো ও এক বিশ্ব, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ নীতির পক্ষে থাকব।'' ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, ''মতৈক্যের পিছনে অনেক সময় ব্যয় করতে হয়েছে। প্রচুর আলোচনা হয়েছে। সকলে সহযোগিতা করেছে। তারপর ঘোষণাপত্র নিয়ে মতৈক্য হয়েছে। পুরো বিষয়টার মধ্যে স্বচ্ছতা ছিল।'' আর অমিতাভ কান্ত বলেছেন, ''ব্রাজিল, সাউথ আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে এব্যাপারে ভারত খুবই ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছে। আলোচনা খুবই টাফ ও রুথলেস ছিল। শেষে বিষয়টি নিয়ে মতৈক্য হয়েছে। আমরা বলেছি, আমাদের নেতারা চান, তাই আমাদের একমত হতেই হবে।''

জানা অজানা

বিশ্বে খাদ্যের দাম দুই বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন ঃ এফএও

২০২১ সালের মার্চের পর জাতিসংঘের খাদ্য সূচক সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে। কিন্তু ভারতের রপ্তানি বন্ধের কারণে চালের দাম রেকর্ড বেড়েছে।

বিশ্বের প্রধান খাদ্যপণ্যগুলোর দাম গত দুই বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে এখন সর্বনিম্ন। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থাএফএও এর আগস্টের সূচক এমন তথ্যই দিচ্ছে। সংস্থাটির খাদ্য মূল্যসূচক আগস্টে ১২১ দশমিক চারএ নেমে এসেছে, যা গত মাসে ছিল ১২৪ পয়েন্ট। ২০২১ সালে মার্চের পর এই সূচক এতটা আর কমেনি।

এর আগে ২০২২ সালের মার্চে খাদ্য সূচক সর্বকালের রেকর্ড ছুঁয়েছিলো। সেই তুলনায় আগস্টে সার্বিক সূচক ২৪ শতাংশ কমেছে। দুগ্ধজাত পণ্য, তেলবীজ, মাংস, দানাজাতীয় খাদ্যপণ্যসহ প্রায় সব ধরনের খাবারের দামই কমেছে। ইউক্রেন রাশিয়ার মধ্যে শস্যচুক্তি বাতিল হওয়ার পরও গম বা ভুট্টার বাজারে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি। ব্রাজিলের উদ্বৃত্ত উৎপাদন আর যুক্তরাষ্ট্রে ফসল তোলার সময় ঘনিয়ে আসায় এই দুই খাদ্যের দামই বরং কমেছে। ভোজ্য তেলের দাম কমেছে তিন দশমিক এক শতাংশ। আর দুগ্ধজাত পণ্যের দাম চার শতাংশ কমেছে।

তবে ব্যতিক্রম চালের বাজার। ভারতের রপ্তানি বন্ধের ঘোষণায় বিশ্ববাজারে এর দাম ১৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। জুলাইর তুলনায় আগস্টে চালের দাম ১০ শতাংশ বেড়েছে। এক দশমিক তিন শতাংশ দাম বেড়েছে চিনির। আগের বছরের তুলনায় চিনির দাম বৃদ্ধির হার ৩৪ শতাংশে ঠেকেছে।

ভারতের উদ্যোগে জি২০র সদস্য হলো আফ্রিকান ইউনিয়ন

ভারতের প্রয়াস সফল হলো। জি২০'র সদস্য হলো আফ্রিকান ইউনিয়ন। ভারতের প্রস্তাব সকলেই মেনে নিল।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীই আফ্রিকান ইউনিয়নকে জি২০'র সদস্য হিসাবে ঘোষণা করেন। জি২০ শীর্ষবৈঠকে প্রবল করতালির মধ্যে নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করলেন, ''সকলের সমর্থনের পর আমি আফ্রিকান ইউনিয়নকে জি২০তে যোগ দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।''

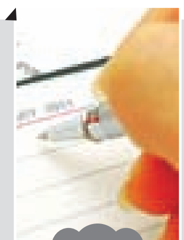

অমিতাভ দাস
প্রাবন্ধিক

জি২০ শীর্ষবৈঠকের শুরুর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এই ঘোষণা করেন। আফ্রিকান ইউনিয়নে ৫৫টি দেশ আছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ''ভারত সবকা সাথ সবকা বিকাশ (সকলের সঙ্গে সকলের উন্নয়ন)-এর নীতি নিয়ে চলেছে। তাই জি২০'র স্থায়ী সদস্য হওয়ার জন্য ভারত আফ্রিকান ইউনিয়নের নাম প্রস্তাব করেছে। আমার বিশ্বাস, আপনারা সকলেই এই প্রস্তাবের সঙ্গে একমত। আপনাদের সহমতিতে বৈঠকের কাজ শুরু হওয়ার আগে আমি আফ্রিকান ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টকে স্থায়ী সদস্যের চেয়ারে বসার অনুরোধ জানাচ্ছি।''

এরপরই আফ্রিকান ইউনিয়ন জি২০'র স্থায়ী সদস্য হলো। আফ্রিকান ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট কমোরস এবং চেয়ারপার্সেন আজালি আসৌমানিকে মোদীকে ধন্যবাদ দিয়ে তাদের আসনে বসলেন। বস্তুত জি২০ এবার জি২১ হলো।

পরে প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে এক্স(টুইট) প্ল্যাটফর্মে জানানো হয়েছে, 'গ্লোবাল সাউথের আকাঙ্খার প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে জি২০ বৈঠকে।'

গ্লোবাল সাউথ মানে মূলত উন্নয়নশীল দেশগুলিকে ধরা হয়। ব্রিকস বৈঠকে মোদী দাবি করেছিলেন, ভারত এখন গ্লোবাল সাউথের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে।

ডিডাব্লিউর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে সাবেক আইএফএস অফিসার ও বাংলাদেশে ভারতের সাবেক রাষ্ট্রদূত রিভা গাঙ্গুলি দাস বলেছেন, ''চীন তো গ্লোবাল সাউথের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। তারা তো আর ইন্নয়নশীল দেশ নয়। ভারতই এক্ষেত্রে গ্লোবাল সাউথের কথা আন্তর্জাতিক মঞ্চে সামনে আনছে।''

এই পরিপ্রেক্ষিতে আফ্রিকান ইউনিয়নকে জি২০'র স্থায়ী সদস্য করাটা ভারতীয় কূটনীতির বড় সাফল্য বলে মনে করা হচ্ছে। সম্প্রতি পিটিআইকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে মোদী বলেছিলেন, তারা মনে করেন, তাদের কণ্ঠস্বর শোনা হয় না, তাদের এই ধরনের প্ল্যাটফর্মে সামিল করাটা বড় কাজ।

ভারত, অ্যামেরিকা, সৌদির রেলবন্দর সমঝোতাচুক্তি

ভারত, মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রেল ও বন্দর প্রকল্প গড়ে তোলার বিষয়টি নিয়ে সমঝোতাপত্রে সই হতে চলেছে।

অ্যামেরিকার ডেপুটি ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইসার জন ফাইনার জানিয়েছেন, ''ভারত থেকে মধ্যপ্রাচ্য হয়ে ইউরোপ পর্যন্ত বাণিজ্যসামগ্রী ও অশোধিত তেল যাবে। ভারত ও সৌদি আরব ছাড়াও আমিরাত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন এই প্রকল্পে সামিল হবে।''

ফাইনার বলেছেন, ''বিষয়টি নিয়ে অনেকদিন ধরে দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক কূটনৈতিক আলোচনা হয়েছে। এই প্রকল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে তা শেষ হতে কতদিন লাগবে, তা আমি জানি না।''

জি২০'তে এই প্রকল্পের বিষয়ে একমত হওয়াটা খুবই বড় বিষয় বলে মনে করা হচ্ছে।

ফাইনার বলেছেন, ''জি২০তে কে আসছেন, কে আসছেন না, তা নিয়ে আপনারা অনেককিছু লিখে ফেলেছেন। অ্যামেরিকার ফোকাস কোনদিকে সেটা নিয়েও প্রচুর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ঘটনা হলো, প্রেসিডেন্ট বাইডেন এখানে বাকি বিশ্বনেতাদের সঙ্গে বসে ফলপ্রসূ আলোচনা করতে চান।''

রাশিয়ার সঙ্গে লেনদেনের আজ ও আগামী

রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের ঢাকা সফরে দুই পক্ষই নানা বিষয়ে সমর্থন লাভের আশা করছে। রাশিয়ার সমর্থন লাভের বিষয় থাকবে ইউক্রেন, আর বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আগামী নির্বাচন নিয়ে রাশিয়ার অবস্থান।

বিশ্লেষকেরা বলছেন এটা দ্বিপাক্ষিক এবং রাজনৈতিক সফর। এখনকার বিশ্ব প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে সেটা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ভ্লাদিমির পুতিনের খুবই নির্ভযোগ্য এই পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইউক্রেন যুদ্ধের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সফর করছেন ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে রাশিয়ার নীতির পক্ষে সমর্থন লাভের জন্য। বিশ্লেষকেরা মনে করেন, রাশিয়ান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই সফরের ওপর ভালোভাবেই নজর রাখছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র । তাই বাংলাদেশের উচিত হবে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে মাথায় রেখে নিজেদের স্বার্থের দিকে নজর রাখা।

পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন একদিন আগে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন,আন্তর্জাতিক বিশ্বে সাম্প্রতিক যেসব কঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বিশেষ করে ইউক্রেন সংকটের পর থেকে, সেগুলো নিয়ে আলোচনা হবে। সার ও জ্বালানি নিরাপত্তা, স্যাংশন, আমাদের যে সমস্যা আছে সেগুলো আমরা তুলে ধরব। রাশিয়াকে আমরা নিশ্চয়ই অনুরোধ করতে পারি যেন দ্রুত শান্তিপূর্ণ সমাধান বের করা যায়।'' জানা গেছে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ইউক্রেন যুদ্ধ দ্রুত শেষ করার আহ্বান জানানো হতে পারে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে রাশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক সম্পর্ক আছে। আর ২০২২ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের তৎপরতার সময় ঢাকায় রাশিয়ান দূতাবাস একটি বিবৃতি দিয়ে বলছিল,কিছু দেশ, যারা নিজেদের 'উন্নত গণতন্ত্র' বলে দাবি করে, তারা অন্য দেশের সার্বভৌমত্ব ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে শুধু হস্তক্ষেপই করে না, এমনকি ব্ল্যাকমেইলও করে। আর রূপপুরে বাংলাদেশের বৃহৎ পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র হচ্ছে রাশিয়ান বিনিয়োগে।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর এই প্রথম রাশিয়ান কোনো পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর। এর আগে আরো দুইবার সফরের কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা হয়নি।

পরারাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে জানাগেছে এই সফরে কোনো চুক্তি সই না হলেও দ্বিপক্ষীয় সব বিষয়েই আলোচনা হবে। বাংলাদেশের অগ্রাধিকারের মধ্যে আছে রূপপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করা। রূপপুরের অর্থ পরিশোধও আরেকটি ইস্যু, আগে রাশিয়ার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল বাংলাদেশকে এখনই অর্থ পরিশোধ না করতে। এরপর আর এ বিষয়ে কথা আগায়নি। রোহিঙ্গাদের বিষয়ে রাশিয়ার সমর্থন চাওয়া হবে। এছাড়া প্রতিরক্ষা, সার ও গম আমদানি নিয়ে আলোচনা হবে।

বাংলাদেশ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরে রাশিয়ায় প্রায় ৬৪ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, একই সময়ে বাংলাদেশ আমদানি করেছে প্রায় সাড়ে ৪৭ কোটি ডলারের পণ্য।

রাশিয়ার দিক থেকে মার্কিন নিষেধাজ্ঞায় আটকে থাকা তাদের জাহাজ বাংলাদেশে প্রবেশ করতে দেয়ার অনুরোধ থাকবে বলে জানা গেছে। তাদের দিক থেকে প্রধানত চারটি ইস্যুর কথা জানানো হয়েছে। এর মধ্যে আছে অর্থনীতি ও বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের সহযোগিতা ও সমর্থন।

রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকায় এসে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করবেন শুক্রবার। ওইদিনই তিনি ভারতের দিল্লিতে জি২০ সম্মেলনে যোগ দিতে ঢাকা ছাড়বেন। সাবেক রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল (অব.) মো. শহীদুল হক মনে করেন, এই সফরে দুই দেশেরই রাজনৈতিক প্রত্যাশা আছে। এটা কিছুটা রাজনৈতিক সফর। তবে বাংলাদেশের সতর্ক থাকতে হবে।

তিনি বলেন, রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্রে রাশিয়ার ১২ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ রয়েছে। এটা উভয় দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। নিষেধাজ্ঞার কারণে পেমেন্টে সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু সেটার উপায় বের করতে গিয়ে কোনো ঝুঁকি নেয়া যাবে না। এই সরকার আগামী নির্বাচনে তার অবস্থানে রাশিয়ার সমর্থন চাইবে। ইউক্রেন যুদ্ধসহ আন্তর্জাতিক নানা ফোরামে বাংলাদেশের সমর্থন চাইবে রাশিয়া। এই বিষয়ে বাংলাদেশের আগের অবস্থানেই থাকতে হবে। কোনো পক্ষে না গিয়ে শান্তির পক্ষে অবস্থান নেয়াই যথার্থ হবে।

তার কথা, রাশিয়ার সঙ্গে এখন বাংলাদেশের নতুন কোনো ইনভেস্টমেন্ট বা চুক্তিতে যাওয়া ঠিক হবে না। এখন শুধু আগের অর্থনৈতিক বিষয়গুলো যাতে সহজ করা যায় সেই চেষ্টা করতে হবে। তিনি বলেন,মার্কিন প্রেসার রিলিজের জন্য এমন কিছু বাংলাদেশের জন্য করা ঠিক হবে না যাতে বাংলাদেশের জন্য কোনো সংকট হয়।

এদিকে সাবেক রাষ্ট্রদূত মো. হুমায়ুন কবির বলেন, এই ধরনের সফরের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নজর রাখে। কোথায় কী হয় সব তথ্য তাদের কাছে থাকে। তবে আমার মনে হয় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, রোহিঙ্গা ইস্যু, গম ও সার আমদানিই বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের নির্বাচনের ব্যাপারে রাশিয়া আগেই বলে দিয়েছে যে এটা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এবার হয়তো সরকার আশা করতে পারে রাশিয়া সেটা আবার বলুক। আর রাশিয়াও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের সমর্থন চাইবে। তবে এসব বিষয়ে সরকার নিশ্চয়ই বাংলাদেশের স্বার্থের দিকে নজর রাখবে।

তার কথা,রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে রাশিয়া একটা বড় ভূমিকা নিতে পারে। চীনের তো একটা উদ্যোগ আছে। মিয়ানমারকে অস্ত্রসহ নানা ধরনের সহায়তা করে রাশিয়া। আমরা যদি রাশিয়াকে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে ভূমিকা নেয়ার জন্য রাজি করাতে পারি তাহলে সেটা অনেক বড় কাজ হবে।

সাময়িকী

বিজেপির চিন্তা বাড়িয়ে ধূপগুড়ি তৃণমূলের

উত্তরবঙ্গের গেরুয়া দুর্গে ফের ধাক্কা শাসক দলের। দিনহাটার পর উপনির্বাচনে ধূপগুড়িতেও জয় তৃণমূলের। মুখ থুবড়ে পড়ল বামকংগ্রেস জোট।

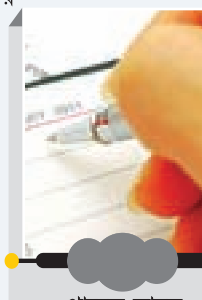

পায়েল সামন্ত
কলামিস্ট

রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে বিপুলভাবে জিতলেও ২০২১-এ ধূপগুড়ি নিজেদের দখলে আনতে পারেনি তৃণমূল। বরং উত্তরবঙ্গে ক্রমশ দাপট বাড়িয়েছিল বিজেপি। এর আগে কোচবিহারের দিনহাটা বিধানসভা উপনির্বাচনে জয় পায় শাসক দল। এবার তারা জিতল জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ি আসনে। পুলওয়ামার শহিদ জওয়ানের স্ত্রী তাপসী রায়কে প্রার্থী করেছিল বিজেপি। সেই সহানুভূতি কাজে লাগিয়েও এই কেন্দ্রটি নিজেদের দখলে রাখতে পারল না তারা। তৃণমূল প্রার্থী অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র রায় ৪ হাজার ৩১৩ ভোটে হারালেন তাপসীকে। সাত বছর পর আসন ফিরে পেল মমতা ব্রিগেড। শোচনীয় ফল হয়েছে বামকংগ্রেসের। কংগ্রেস সমর্থিত সিপিএম প্রার্থী ঈশ্বরচন্দ্র রায় জমানত খুইয়েছেন। গণনা শুরুর দু-এক রাউন্ডে এগিয়ে ছিল বিজেপি। কিন্তু গ্রামীণ ও চা বাগান এলাকার ভোট গোনা শুরু হতেই এগোতে থাকে ঘাসফুল শিবির। মোট ১০ রাউন্ডের গণনায় লড়াই ছিল হাড্ডাহাড্ডি। তৃণমূল ৯৬ হাজার ৯৬১, বিজেপি ৯২ হাজার ৬৪৮ ও সিপিএম ১৩ হাজার ৬৬৬ ভোট পেয়েছে। এখানে তৃণমূল ৪৬ শতাংশ, বিজেপি ৪৪ শতাংশ ও জোট ৬ শতাংশ ভোট পেয়েছে। এই কেন্দ্রের গ্রামীণ এলাকায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামেরা যে ভোট পেয়েছিল তা বিধানসভা নির্বাচনে কমে গিয়েছে। ফলাফলের প্রাথমিক বিশ্লেষণে মনে করা হচ্ছে, এই কেন্দ্রের ১৬ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোট জোটের বদলে তৃণমূলের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

এই ফলকে বিজেপি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র জয় বলে তকমা দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার বক্তব্য, এখানে লোকসভা নির্বাচনে ১৯ হাজার ভোটে এগিয়েছিল বিজেপি। ওদের নেতামন্ত্রীরা এখানে পড়েছিলেন। উত্তরবঙ্গে এটা আমাদের বড় জয়। বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যের মন্তব্য, নিয়ম ভেঙে মহকুমা তৈরির ঘোষণা করেছে তৃণমূল। পুলিশ দিয়ে ভোট করিয়েছে। তারপর এই সামান্য জয় ওদের পক্ষে আশাব্যঞ্জক নয়। বামকংগ্রেস ধূপগুড়িতে তেমন উল্লেখযোগ্য শক্তি নয়।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী বলেছেন, এখানে আমাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা আছে। তাই সাগরদিঘিতে জয়ের দাবি করলেও এখানে করিনি। সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, কাকে হারাতে চান সেটা ভেবে মানুষ ভোট দিয়েছেন। আমরা হারানোর জায়গায় ছিলাম না। সেই কারণেই ফল এ রকম হয়েছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাপ্ত ভোটের সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যাবে, বাম ও কংগ্রেসের ভোট বিজেপির দিকে এসেছে। 'ইন্ডিয়া' জোটের বৈঠকে তৃণমূলের সঙ্গে বাম ও কংগ্রেস নেতৃত্বের সহাবস্থানের ফলে এটা ঘটেছে। তৃণমূল বিরোধী ভোটের একাংশ জোটের বদলে বিজেপিতে আস্থা রেখেছে। আগামী নির্বাচনেও এই প্রবণতা দেখা যেতে পারে।

বিজেপি সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়েছিল আসন ধরে রাখার জন্য। অন্যদিকে তৃণমূলের প্রচারের কান্ডারি ছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, ধূপগুড়ি হবে মহকুমা শহর। এতে তৃণমূলের পালে হাওয়া লাগে। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই

বিধানসভা কেন্দ্রে প্রচারে যাননি। ফলে এটা ছিল অভিষেকের নেতৃত্বের পরীক্ষাও। গত কয়েক বছরে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির নানা অভিযোগ উঠেছে। চলতি বছরে কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তের ফাঁস আরো জোরালো হয়েছে শাসকের উপর। কিন্তু ধূপগুড়ির ভোটে দুর্নীতি ছাপ ফেলতে পারেনি। পঞ্চায়েতের তুলনায় তৃণমূলের ভোট এক শতাংশ কমেছে ঠিকই, কিন্তু ছয় শতাংশ ভোট বাড়িয়েও বিজেপি ঘাসফুল প্রার্থীকে ছুঁতে পারেনি। তৃণমূল সরকারের একগুচ্ছ সামাজিক প্রকল্প ও চলমান 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি মানুষকে প্রভাবিত করেছে বলেই ইঙ্গিত মিলেছে উপনির্বাচনের ফলে।

২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের সব আসনে জয় পায় বিজেপি। দুই বছর পরে বিধানসভা ভোটে তৃণমূল কিছুটা জমি উদ্ধার করতে পারলেও আধিপত্য অটুট রাখে গেরুয়া শিবির। সেখানে ধীরে ধীরে নিজেদের প্রভাব আবার বাড়াচ্ছে তৃণমূল। লোকসভা নির্বাচনের আগে এটা কি বিজেপির জন্য অশনি সংকেত? রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মইদুল ইসলাম বলেন, বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি উত্তরবঙ্গে যে কমেছে, সেটা বোঝা যাচ্ছে। যে কটি উপনির্বাচন হয়েছে, সব জায়গায় তাদের ভোট কমেছে। লোকসভা ভোটে মোদী ফ্যাক্টর যদি কাজ না করে, তা হলে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসন হারাতে চলেছে।

প্রবীণ সাংবাদিক দেবাশিস দাশগুপ্তের বক্তব্য, ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে ১৯ হাজার ভোটে ধূপগুড়িতে লিড নিয়েছিল বিজেপি। দুই বছর পর মাত্র হাজার চারেক ভোটে তারা জেতে। কেন এতো ভোট তারা হারালো, তার কারণ খোঁজা হয়নি। এবার সেই ব্যবধান মুছে তৃণমূল জিতেছে। অমিত শাহ বলেছেন, লোকসভায় ৩৫ আসন তাদের লক্ষ্য। কিন্তু বিজেপি ক্রমশ সমর্থন হারাচ্ছে। তাহলে কি পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির বিরুদ্ধে 'ইন্ডিয়া' জোটের দল হিসেবে তৃণমূলেরই লড়াই হবে? নাকি ঘাসফুলের সঙ্গে কংগ্রেসের আসন সমঝোতা হবে এ রাজ্যে? এমন একাধিক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে ধূপগুড়ির উপনির্বাচনের ফলাফল।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

ওয়েস্ট বেঙ্গল গরাই তেলি-কলু সমাজ কল্যাণ সমিতির আলোচনা ও সম্বর্ধনা সভা

সুধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃ পশ্চিম বঙ্গের পুরুলিয়া শহরে ওয়েস্ট বেঙ্গল গরাই তেলি কলু সমাজ কল্যাণ সমিতির এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনা সভাতে সমাজের পুরুলিয়া জেলার পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি ঘোষিত হলো। জেলা কমিটি ঘোষণার পর সমিতির পক্ষ থেকে পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাতো কে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। নব নিযুক্ত সভাধিপতি সমস্তরকম ভাবে বিভিন্ন সেবামূলক কাজের ক্ষেত্রে সমিতিকে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমিতির রাজ্য কমিটির চেয়ারম্যান উজ্জ্বল গরাই, সভাপতি দেবদাস গরাই, সম্পাদক মহাদেব গরাই, কোষাধক্ষ্য রাজকুমার গরাই এবং রাজ্য কমিটির সভানেত্রী দুর্গা গরাই প্রমুখ। সাথেই এদিন নবগঠিত জেলা কমিটিতে সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত হলেন ধীরেন চন্দ্র গরাই, সম্পাদক ত্রিলোচন গরাই এবং কোষাধক্ষ্য

সৌম্যজিত গরাই, কোষাধক্ষ বিবেকানন্দ গরাই , উপদেষ্টা মৃত্যুঞ্জয় গরাই,শুভঙ্কর গরাই এবং সঞ্জয় গরাই এর নাম ঘোষিত হয়। সহ সভাপতি বিন্দেস্বর গরাই, সহদেব গরাই যুগ্ম সম্পাদক রাজেশ গরাই ও অনন্ত গরাই । কোর্ডিনেটার সোমনাথ গরাই ও আস্তিক গরাই এবং কনভেনার নিলকন্ঠ গরাই এর নাম ঘোষণা হয়। সব মিলিয়ে তেত্রিশ জনের জেলা কমিটি ঘোষণা হয়। এছাড়াও সমাজের বিবিধ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

জি২০ ডায়েরিঃ দিল্লি এসে খুশি 'ভারতের জামাই' ঋষি সুনাক

নয়াদিল্লি ঃ খুব মজা পেয়েছেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। তাকে 'ভারতের জামাই' বলে অভিহিত করা হয়েছে বলে। লন্ডন থেকে দিল্লি আসার পথে বিমানে ব্রিটিশ প্ধারনমন্ত্রী বলেছেন, তাঁর এই দিল্লি সফর খুবই স্পেশ্যাল। বিশেষ করে তাকে যখন ভারতের জামাই বলা হচ্ছে। ঋষি বিয়ে করেছেন ভারতীয় শিল্পপতি নারায়ণমূর্তির মেয়ে অক্ষতা মূর্তিকে। ঋষি নিজেও ভারতীয় মূলের। তিনিই ভারতীয় মূলের প্রথম ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। ভারত সফরে অক্ষতাও সুনাকের সঙ্গে আছেন। সুনাক বলেছেন, ''আমি দেখলাম, আমাকে ভারতের জামাই বলা হচ্ছে। নিশ্চয়ই খুব স্নেহভরে এই সম্বোধন করা হচ্ছে।'' ঋষি বলেছেন, ''ভারত আমার কাছে খুবই কাছের দেশ। খুবই প্রিয় দেশ। তার বক্তব্য, আমি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে জি২০ বৈঠকে যোগ দিতে যাচ্ছি। সেটা হলো, বিশ্বের অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করা।'' যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বাইডেন শুক্রবারই দিল্লি আসছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। সেখানে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হওয়ার কথা আছে। শনিবার বাইডেন জি২০ শীর্ষবৈঠকের দুইটি পর্বের বৈঠকে যোগ দেবেন। তিনি সব নেতাদের সঙ্গে গ্রুপ ফটো সেশনে থাকবেন। গ্লোবাল বায়োফুয়েল অ্যালায়েন্সের নেতাদের সঙ্গেও ছবি তুলবেন। তিনি পার্টনারশিপ ফর গ্লোবাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ও ইনভেস্টমেন্ট ইভেন্টেও যোগ দেবেন। এরপর তিনি রাষ্ট্রপতি মুর্মুর দেয়া নৈশভোজে যোগ দেবেন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখবেন। রোববার তিনি রাজঘাটে গান্ধীজির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। তারপর তিনি ভিয়েতনাম যাবেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদী শুক্রবারই তিনটি দ্বিপাক্ষিক করবেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে প্রথম বৈঠক করবেন মোদী। তারপর মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী প্রাভিন্দ কুমার জগুনাথের সঙ্গে বৈঠক হবে। শেষ বৈঠক হবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে। প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজেই এক্স এ(সাবেক টুইটার) পোস্ট করে একথা জানিয়েছেন। দিল্লির রাস্তায় টহল দিচ্ছে এক লাখ পুলিশ। তাদের কাছে অত্যাধুনিক এআই ক্যামেরা থাকছে। থাকছে প্রশিক্ষিত কুকুর। এদের কাজ হলো, দিল্লির রাস্তায় ঘুরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

দিল্লিতে এমনিতে রাস্তায়, আবাসিক এলাকার ভিতরে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো আছে। তাছাড়াও অতিরিক্ত পাঁচ হাজার ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। গত এক বছর ধরে ভারতের ৬০টি শহরে জি২০'র ২২০টা বৈঠক হয়েছে। আর সেই বৈঠকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় যোগ দিয়েছে আফ্রিকার দেশগুলি। জি২০'র চিফ কোঅর্ডিনেটর হর্ষবর্ধন শ্রিংলা এই কথা জানিয়েছেন। জি২০ বৈঠকে ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা হবে। তার আগে অন্তত একটা দিক থেকে স্বস্তি পেলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। সাবেক প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এবং কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী সরকারের রাশিয়াইউক্রেন নীতি সমর্থন করেছেন। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে সাক্ষাৎকারে মনমোহন বলেছেন, একদিকে ভারত তার আর্থিক স্বার্থ ও সার্বভৌমত্বকে সর্বোপরি স্থান দিয়েছে, অন্যদিকে শান্তির জন্য আবেদন জানিয়েছে। এটা ঠিক পথ। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীও বলেছেন, বিরোধী দলগুলি মনে করে, সরকারের রাশিয়াইউক্রেন নীতি মোটের উপর ঠিক আছে।

বজালির অর্থ দাবি মামলায় মূল অভিযুক্ত অপসারিত পুলিশ সুপার সিদ্ধার্থ বুঢ়াগোহাই, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গায়ত্রী সোনোয়াল, ঘোষণা বিশেষ ডিজিপি হরমিত সিংহের

পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিলে অর্থ দাবির রেকেট চালাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ সুপারির ব্যবসায়ী থেকে আড়াই কোটি টাকা দাবি করা মামলায় ইতিমধ্যে গ্রেফতার হয়েছেন বজালি জেলার অপসারিত পুলিশ সুপার সিদ্ধার্থ বুঢ়াগোহাই, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গায়ত্রী সোনোয়াল, সদর ডিএসপি পুসকল গগৈ সহ মোট ১০ জন। তবে এই অর্থ দাবি করা মামলায় তদানীন্তন পুলিশ সুপার সিদ্ধার্থ বুঢ়াগোহাই, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গায়ত্রী সোনোয়াল মূল অভিযুক্ত হিসাবে রয়েছেন বলে ঘোষণা করেছেন বিশেষ ডিজিপি হরমিত সিংহ। তিনি জানান বজালি জেলার অপসারিত পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিলে অর্থ দাবির রেকেট চালাচ্ছিলেন।

প্রসঙ্গত বজালি জেলায় সুপারি ব্যবসায়ী থেকে অর্থ দাবি করা মামলাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে রাজ্য জুড়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে এই মামলার খোলাসা হওয়ার পর ব্যাপক সক্রিয় হয়ে সিআইডি ঘটনা তদন্ত শুরু করার পাশাপাশি অপসারিত পুলিশ সুপার সিদ্ধার্থ বুঢ়াগোহাই, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গায়ত্রী সোনোয়াল, সদর ডিএসপি পুসকল গগৈ সহ মোট ১০ জনকে গ্রেফতার করে তাদের আদালতে হাজির করিয়েছে। জেলাটির পুলিশ সুপার থেকে শুরু করে হোম গার্ড পর্যন্ত এই অর্থ দাবি মামলায় জড়িত হয়ে সিআইডির হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন। তবে এখনো এই ঘটনার তদন্ত ব্যাপকভাবে চালিয়ে যাচ্ছে সিআইডি।

অবশেষে এই মামলার বিস্তারিত তথ্য জানানো স্বার্থে শুক্রবার

মহানগরের উলুবাড়ি স্থিত অসম পুলিশের মুখ্য কার্যালয়ে এক সাংবাদিক বৈঠক আয়োজন করে বিশেষ ডিজিপি হরমিত সিংহ ঘটনা সবিস্তার বর্ণনা করেছেন। তিনি জানান বজালি জেলায় পুলিশের তরফে অর্থ দাবি করা হচ্ছে বলে দুর্নীতি বিরোধী তদন্ত সংস্থা এক অভিযোগ পেয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে একটি ট্র্যাপ সৃষ্টি করে সেখানে জেলাটির পুলিশ কর্তাদের হাতেনাতে ধরার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু সেটা বাস্তবায়িত হয়নি। কারণ অর্থ দাবি করা পুলিশ সেই ট্র্যাপে পা দেয়নি। অবশেষে বাধ্য হয়ে এন্টি্র করাপশন ইউনিট অসম পুলিশের মুখ্য কার্যালয় সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করেছিল। অবশেষে এই মামলাটি তদন্তের দায়িত্ব সিআইডিকে অর্পণ করে অসম পুলিশের মুখ্য কার্যালয়। সেই হিসাবে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছিল সিআইডি।

বিশেষ ডিজিপি হরমিত সিংহ বলেন সিআইডি নিজের তদন্তে জানতে পেরেছিল যে রবিউল ইসলাম থেকে মোট আড়াই কোটি টাকা দাবি করেছিল পুলিশ। এর আগে এই ব্যবসায়ী থেকে পুলিশ ১০ লক্ষ টাকা নিয়েছিল। গত ১৫ আগস্ট মধ্যরাত্রে তথা ১৬ আগস্ট ভোর রাতে ব্যবসায়ী রবিউল ইসলামের বাড়িতে ড্রাগস থাকার অভিযোগ উত্থাপন করে তদানীন্তন সদর ডিএসপি পুসকল গগৈর নেতৃত্বে অভিযান চালানো হয়েছিল। কিন্তু সেই বাড়িতে ড্রাগ পাওয়া যায়নি। কিন্তু এরপরেও রবিউল ইসলামকে পুলিশ তুলে এনে ভবানীপুর আউটপোস্টে নিয়ে গেছিল। সেখানে রবিউল ইসলামকে শারীরিক নির্যাতন করার অভিযোগ রয়েছে। তার ভগ্নির মাধ্যমে দশ লক্ষ টাকা এবং ২৩ টি চেক নিয়েছিল পুলিশের দলটি। দুটো থেকে অর্থ লেখা ছিল এবং ২১ টি চেক ব্ল্যাংক ছিল। চেক গুলোতে রয়েছে রবিউল ইসলামের মাতৃর স্বাক্ষর। তবে তদন্তের সময় এই ২৩ টি চেকই উদ্ধার করা করেছে সিআইডি। দুটি চেকে ছিল এক কোটি ৫০ লক্ষ এবং ৬০ লক্ষ টাকার অর্থ লেখা ছিল বলে জানান বিশেষ ডিজিপি।

তিনি বলেন অর্থ দাবি লেনদেনের ক্ষেত্রে যাবতীয় যোগাযোগ তথা যোগসূত্র রূপে ছিলেন হোম গার্ড দ্বীপ জয় রায় এবং নাবির আহমেদ। যাবতীয় লেনদেন এই দুইজনেই করেছিলেন। রবিউল ইসলামকে নিয়ে যাওয়া, তার সঙ্গে কথা বলা, গায়ত্রী সোনোয়ালের স্বামীর (ববি সিংহ শর্মা) সাথে টাকার কথা বলা, ফোনে পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলা সবেতেই এই দুইজন যোগসূত্র রূপে ছিলেন। তদানীন্তন পুলিশ সুপার সিদ্ধার্থ বুঢ়াগোহাই তার অর্ডালির আত্মীয়র বাড়িতে একটি সুটকেস লুকিয়ে রেখেছিলেন। সেই সুটকেস উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে সিআইডি। সেই সুটকেস ম্যাজিস্ট্রেট এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট এর সামনে খোলা হয়েছিল। সেই সুটকেস থেকে ৬৪ লক্ষ ২৯ হাজার ৫০০ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। সেখানে চারজনের ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে। এবার সেই ফিঙ্গারপ্রিন্টের ডিএনএ টেস্ট করা হবে বলে জানালেন তিনি।

বিশেষ ডিজিপি হরমিত সিংহ বলেন ন্যাশনাল ফরেঞ্চিক সাইন্স ইউনিভার্সিটি গান্ধীনগর থেকে ফরেনসিক সাইকোলজিস্ট ডাকা হয়েছে। ফরেনসিক সাইকোলজিস্টের দলটি গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। অসম পুলিশ এবার সেই জিজ্ঞাসাবাদের প্রতিবেদনের অপেক্ষায় রয়েছে। অভিযুক্তরা সত্য বলছেন কি মিথ্যা সেটা এর মাধ্যমে ধরা পড়ে যাবে। এটা এক নতুন ধরনের প্রযুক্তি বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন এর মাধ্যমে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশেষ ডিজিপি হরমিত সিংহ বলেন মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন এই সরকার তথা ডিজিপি জিপি সিংহের নেতৃত্বের অসম পুলিশ বেআইনি কার্যকলাপ করা কোনো ব্যক্তিকে রেহাই দেবে না। সেই ব্যক্তি পুলিশের কিংবা সরকারি অফিসার কর্মচারী কিংবা যেকোনো সাধারণ মানুষ হলেও এক্ষেত্রে কোনো রেহাই নেই। আইন বিরোধী যে কোনো অপরাধের ক্ষেত্রে কঠোর স্থিতি নেবে অসম পুলিশ। অন্যদিকে পলাতক এএসপি শুভলক্ষ্মী দত্ত সংক্রান্তে তিনি বলেন এই মহিলা পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে জামিন বিহীন গ্রেফতারি পরোয়ান জারি করা হয়েছে। ফলে শুভলক্ষ্মী দত্ত অতি শীঘ্র যদি পুলিশের হাতে ধরা না দেন তাহলে তাকে পলাতক অপরাধী বলে গণ্য করে তার যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে বলে সতর্ক করে দিয়েছেন বিশেষ ডিজিপি হরমিত সিংহ।

পশ্চিমবঙ্গে এখন মানুষ মারার সুপারি নিয়ে কার্ডবিলি

কলকাতা (গৌতম হোড়) ঃ ফুল বা হাফ মার্ডার করতে চাইলে যোগাযোগ করুন। এরকম কার্ড বিলি করলেন এক যুবক। পশ্চিমবঙ্গের ক্যানিংয়ে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের কাঁটা বলে একটা কাহিনি আছে। গোয়েন্দা ব্যোমকেশ বক্সীর কাহিনি। সেখানে খুনি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল এই বলে যে, যদি কেহ পথের কাঁটা দূর করিতে চান, শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার সময় হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল'র দোকানের দক্ষিণপশ্চিম কোণে ল্যাম্পপোস্টে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন। আর ক্যানিংয়ে গত কয়েকদিন ধরে যে ভিজিটিং কার্ড ভাইরাল হয়ে ঘুরেছে, তাতে লেখা ছিল, 'মানুষ হাফ বা ফুল মার্ডার করা হয়।' পথের কাঁটা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৪ সালে। ব্রিটিশ আমল। স্বাধীনতার তখনো ১৩ বছর দেরি আছে। আর ক্যানিংয়ের ঘটনা ঘটলো ২০২৩ সালে। এই ৮৯ বছরে আমরা নিঃসন্দেহে অনেকটাই এগিয়েছি। এখন আর কোনো লুকোছাপার দরকার হয় না। পথের কাঁটা সরাবার জন্য সরাসরি সুপারি কিলারকে দায়িত্ব দিলেই ফুল বা হাফ মার্ডার করার কাজটা সেই নিয়ে নেয়। সেই কথাটা ছাপিয়ে জানানোর সাহসও সে রাখে। ফলে আমরা এগিয়েছি তো বটেই। এখন এমনই অবস্থা সুপারি কিলাররা পয়সার বিনিময়ে মানুষ মারবে সে কথাটা প্রচার করতেও ভয় পায় না। এই কার্ডটা গত কয়েকদিন ধরে এলাকায় ঘুরছে, তাতে ছবি ও নাম সবই দেয়া ছিল, তবু তো পুলিশ ব্যবস্থা নেয়নি। আসলে ব্যবস্থা নেব বললেই তো আর নেয়া য়ায় না। তার জন্য অনেক হিসাব করতে হয়। অনেকটা সেই গেছোদাদাকে খোঁজার মতো। নীল, লাল না সবুজের গল্প আছে, কোন গেছোদাদার সঙ্গে কার যোগাযোগ তা দেখতে হবে। কে আর কেঁচো খুঁড়তে সাপ চায়। তার থেকে কিছু না করা ভালো। সরকারি চাকুরেদের কাজ না করলে কিছু হয় না। পুলিশ অবশ্য মোরসেলিম মোল্লা ওরফে বুলেটকে গ্রেপ্তার করেছে। তার বয়স ১৮ বছরের মতো। আগেও সে একবার গ্রেপ্তার হয়েছিল। বেআইনি অস্ত্র পাচারের অভিযোগে। নাবালক বলে জামিন পেয়ে যায়। তার বাড়ি থেকে বন্দুক, দুই রাউন্ড গুলি ও ভিজিটিং কার্ড পেয়েছে পুলিশ। পুলিশ তদন্ত করে জানতে পেরেছিল, এলাকায় যাদের পারঞ্জ্বারিক বা অন্য কারো সঙ্গে ঝগড়া ছিল, তাদের কাছে এই কার্ড দিয়ে এসেছিল বুলেট। এলাকায় সবাই তাকে ভয় পেত। কারণ, কিছু হলেই সে খুন করার হুমকি দিত। তা পশ্চিমবঙ্গে খুনটুন এখন জলভাত। মানুষের মৃত্যু নিয়ে কেউ বিশেষ আর মাথা ঘামায় না। এতদিনে জানা হয়ে গেছে, ভোট এলে মানুষ মারা যাবে। গুলি, বোমা বা গলায় ফাঁস দিয়ে। ভোট না এলেও মারা যাবে। কারণ, টিকে থাকার জন্য তো কাজ করতে হবে। কাজ মানে তোলাবাজি, সিন্ডিকেট, দাদাগিরি, এলাকা দখল। তা এইসব করতে গেলে দুচারটে লাশ পড়বে। এ আর এমন কী কথা। পুলিশ জানিয়েছে, তারা এখন দেখছে বুলেট মানসিক দিক থেকে প্রকৃতিস্থ কিনা। সেসব চিকিৎসকরা বলতে পারবেন। কিন্তু সে প্রকৃতিস্থ বা অপ্রকৃতিস্থ সেটা প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হলো পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতিটা এখন কোন জায়গায় পৌঁছেছে? এরকম কার্ড পেয়েও মানুষ হয় চুপ করে থাকে, না হয় সামাজিক মাধ্যমে দিয়ে ভাইরাল করে। তারপর পুলিশ নড়েচড়ে বসে। তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। যাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে অতীতে অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ থাকলেও এই অবস্থা। আসলে পুরো পশ্চিমবঙ্গটাই তো বারুদের স্তুপের উপর দাঁড়িয়ে। পঞ্চায়েত ভোটে মুড়িমুড়কির মতো বোমা ও গুলির কথা ভাবুন। তারপর বাজির কারখানায় একের পর এক বিস্ফোরণের কথা মনে করুন। প্রতিটি বিস্ফোরণের পর স্থানীয় মানুষ অভিযোগ করেছেন, কারখানায় বোমা বানানো হত। এই বোমা, গুলি, মৃত্যু, ঝামেলা, ভয় দেখানো এখন এতটাই গা সহা হয়ে গেছে যে, কারো কোনো হেলদোল হয় না। এসব নিয়েই তো বেঁচে থাকতে হবে। কারণ, প্রতিবাদ করলে তো উল্টে জীবনের গ্যারান্টিই থাকবে না। তার চেয়ে এই তো ভালো। বরং বলা যাক, জমকালো সত্যটা হলো, সব ঠিক আছে। কোন ক্ষুধিত পাষাণে কোন মেহের আলি 'সব ঝুঠ হ্যায়' বলে চিৎকার করে, ওরকম অপ্রকৃতিস্থের কথায় কান না দিলেই হলো। চোখের সামনে চরমতম অপরাধ করার পর কারো যখন চরম দণ্ড হয়, তার জন্য সহানুভূতির ধারা পর্যন্ত বর্ষার নদীর মতো বইতে থাকে। তার থেকে সবাইকে সবার মতো থাকতে দেয়াই ভালো। পুলিশ পুলিশের মতোই থাকুক, গুণ্ডারা তাদের মতো, অপরাধীরা তাদের মতো, দাদাদিদিরা তাদের মতো করেই বাঁচুন। আর সাধারণ মানুষ? তারাও কলুর ঘানির মতো পিষতে থাকুক। নিরাপত্তা, সুরক্ষার মতো গালভারি শব্দের দরকারটা কী? আমরা সবাইকে তো সবার মতো থাকতে দিচ্ছি। তাদের এই থাকাটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাকিরওা থাকে থাকবে, না থাকলেই বা কার বা কী যায় আসে!

বরাক উপত্যকার বিকাশ অসমের সামগ্রিক উন্নয়নের মাইলের খুঁটি, চা বাগান এলাকার সাধারণ জনতার উন্নয়নের একমাত্র কৃতিত্ব বিজেপি সরকারের

দিল্লির শিক্ষা পরিস্থিতি খারাপ বলে অখিল গগৈ নিজের পুত্রকে সেখান শিক্ষানুষ্ঠান থেকে নিয়ে এসেছেন বলে মন্তব্য মুখপাত্র সুভাষ দত্তর

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দুই দিনের বরাক উপত্যকার সফর সেরে গুয়াহাটি মহানগরে ফিরে এসেছেন। বরাক উপত্যকায় মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরকে তাৎপর্যপূর্ণ আখ্যা দিয়েছে রাজ্য বিজেপি। শাসক দলটির মুখপাত্র সুভাষ দত্ত বলেন বরাক উপত্যকার বিকাশ অসমের সামগ্রিক উন্নয়নের মাইলের খুঁটি হিসাবে বিবেচনা হচ্ছে। একই সঙ্গে চা বাগান এলাকার সাধারণ জনতার উন্নয়নের একমাত্র কৃতিত্ব বিজেপি সরকারের বলে মন্তব্য করেছেন এই দলীয় নেতা। তিনি অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন দিল্লির শিক্ষা পরিস্থিতি খারাপ বলে বিধায়ক অখিল গগৈ নিজের পুত্রকে সেখানে শিক্ষানুষ্ঠান থেকে রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন।

মহানগরের বৈশিষ্ট স্থিত রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে দলীয় মুখপাত্র সুভাষ মুক্ত বলেন বরাক উপত্যকার সামগ্রিক বিকাশের জন্য ৭৬৭ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে রাজ্য বিজেপির তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হচ্ছে। তিনি বলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর প্রথমবারের জন্য এত বৃহৎ সংখ্যক উন্নয়নের প্রকল্প রূপায়ণের মাধ্যমে বরাক উপত্যকা তথা রাজ্যের সামগ্রিক বিকাশের রূপরেখা প্রস্তুত করার জন্য কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার ধন্যবাদের পাত্র। বরাক উপত্যকার বিকাশের জন্য আগের প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ সরকার ১০০ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এটাই যে সেই ঘোষণার কোনো বাস্তব রূপায়ন হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র সুভাষ দত্ত বলেন প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ সরকারের তুলনায় মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে অসম সরকার বরাক উপত্যকায় একদিনে ২২৯ কোটি টাকার প্রকল্প উদ্বোধন করার পাশাপাশি ৫৩৮ কোটি টাকার প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে স্থানীয় এলাকায় উন্নয়নের জোয়ার নিয়ে এসেছে। বরাক উপত্যকা পর্যন্ত চারলেন যুক্ত জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ এবং বরাক নদীতে কার্গো জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। সুভাষ দত্ত বলেন, বরাক ব্রহ্মপুত্র, পাহাড় সমতলের সামগ্রিক বিকাশের উদ্দেশ্যে ২০১৬ সাল থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন মিত্র জোট সরকার শুরু করা উন্নয়নের জয়যাত্রা জনকল্যাণমূলক প্রকল্প গুলো বরাক উপত্যকার সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের অন্তর স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছে।

দলীয় মুখপাত্র বলেন চা বাগান এলাকায় সাধারণ জনতার উন্নয়নে একমাত্র কর্তৃত্ব রাজ্য বিজেপি সরকারের। চা বাগান এলাকায় বর্তমান উন্নয়নের রাজনীতি চলছে। ভুয়া অপপ্রচারের রাজনীতি এখন অসমের চা বাগানে চলে না। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা বিভিন্ন চা বাগান এলাকায় ঘুরে ঘুরে মনের কল্পনায় ভিত্তিন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত অপপ্রচারের মাধ্যমে চা বাগান এলাকার সাধারণ জনতার মধ্যে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করে রাজনৈতিক মুনাফা লুটার অপচেষ্টা লিপ্ত হয়েছেন। কিন্তু চা বাগান এলাকার সাধারণ মানুষ বর্তমান সজাগ এবং সচেতন। ফলে রাজ্যের প্রতিটি চা বাগানের এলাকাবাসী উন্নয়নের সঙ্গে রয়েছেন, বিজেপির সঙ্গে রয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে রয়েছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে রয়েছেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন তিনি। সুভাষ দত্ত বলেন কংগ্রেসকে বর্তমান চা শ্রমিকদের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাওয়া উচিত। কারণ কংগ্রেস দীর্ঘদিন ধরে চা বাগান শ্রমিকদের শোষণ এবং বঞ্চনা করে এসেছে। কংগ্রেসের নেতারা বর্তমান চা বাগান এলাকায় গিয়ে হয়তো লজ্জা অনুভব করছেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র বলেন অর্ধশতক চা বাগানের সাধারণ মানুষের ভোট পেয়ে শাসনে আশা কংগ্রেসের কার্যকালে চা বাগান এলাকাবাসী উন্নয়নের মুখ দেখেননি। বর্তমান স্থানীয় এলাকায় সড়ক পাকা হয়েছে, ঘরে ঘরে রান্নার গ্যাস সংযোগ হয়েছে, প্রতিটি ঘরে শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে, বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ হচ্ছে, প্রত্যেকে পাকা ঘর পেয়েছেন। তাছাড়া প্রতি জন চার শ্রমিক রেশন কার্ড পেয়েছেন, আয়ুস্মান ভারত প্রকল্পের অধীনে পাঁচ লক্ষ টাকার চিকিৎসার জন্য সাহায্য নিশ্চিত করেছে। এটা শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে সম্ভব হয়ে উঠেছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র বলেন চা বাগান এলাকায় পাকা পথ, রঙ্গমঞ্চ, হাই স্কুল, চিকিৎসার ইত্যাদি দেখে কংগ্রেস নেতাদের লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল। কারণ চা শ্রমিকদের জন্য এই ধরনের উন্নয়নমূলক চিন্তা তাদের মনে আসেনি। কিন্তু বিজেপি মিত্র জোট সরকার চা বাগান এলাকায় মহাপ্রভু জগন্নাথ মণ্ডপ, স্টেডিয়াম, স্পোর্টস একাডেমির মতো বড় বড় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে। বাগানে বাগানে শুধুমাত্র মিথ্যাচার অপপ্রচার চালানো কংগ্রেস নেতাদের বন্ধ করা উচিত। কারণ এখন চা বাগানের সাধারণ মানুষ তাদের কথায় বিশ্বাস করবেন না। কংগ্রেস সরকারের আমলে চা বাগানের শ্রমিকদের ব্যাংক একাউন্টের ব্যবস্থা ছিল না। শ্রমিকরা অবসরের সময় চা বাগান কর্তৃপক্ষ অবসরকালীন নগদ অর্থ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। শ্রমিকদের কষ্টের মাধ্যমে উপার্জিত সেই অর্থ নানা কৌশলে আত্মসাৎ করা একাংশ কংগ্রেসী নেতা বর্তমান সভাপতি ভুপেন বরার সঙ্গে চা বাগানে গিয়ে কুম্ভীরের কান্না কাঁদছেন বলে মন্তব্য করেছেন সুভাষ দত্ত।

অন্যদিকে বিধায়ক অখিল গগৈর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তিনি বলেন দিল্লির পরিস্থিতি খারাপ বলে এই নির্দলীয় বিধায়ক ছদ্দবেশী বামপন্থী নৈরাজ্যবাদী নেতা তার পুত্রকে দিল্লির শিক্ষানুষ্ঠান থেকে অসমে ফিরিয়ে এনেছেন। দিল্লিতে অখিল গগৈর বন্ধু অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকার শাসনে রয়েছে। ফলে দিল্লির পরিস্থিতি কি খারাপ হয়েছে সেটা রাজ্য বিজেপি বুঝে উঠতে পারছে না। অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকার কিন্তু দিল্লির শিক্ষাব্যবস্থা ভালো বলেই ডাক ঢোল বাজিয়ে আসছে। তবে আন্দোলন করা প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে। কিন্তু বিধায়ক অখিল গগৈ নিজের পুত্রকে ভালোভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে দেওয়া উচিত ছিল বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র সুভাষ দত্ত।

বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে টানা ৩৫ ম্যাচ অপরাজিত ব্রাজিল, রেকর্ড থেকে কত দূরে নেইমাররা

বলিভিয়া (ওয়েবডেস্ক) ঃ বিশ্বকাপের কত রেকর্ডের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ব্রাজিলের নাম। সবচেয়ে বেশি ৫ বার বিশ্বকাপ জেতা দল তারা। বিশ্বকাপের সব আসরে অংশ নেওয়া একমাত্র দল ব্রাজিল। টানা দুটি বিশ্বকাপজয়ী দলের রেকর্ডে ইতালির সঙ্গে যৌথ মালিকানা তাদের...। আরও কত ছোটবড় রেকর্ডে আছে ব্রাজিলের নাম! বিশ্বকাপে বাছাইপর্বেও ব্রাজিল অনন্য দলগুলোর একটি। দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ব্রাজিল অনেক রেকর্ডের মালিক। কিন্তু সব অঞ্চল মিলিয়ে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের রেকর্ডে অনেক রেকর্ডই আবার ব্রাজিলের অধিকারে নেই। সেখানে ইউরোপিয়ানদের জয়জয়কার।

আজ আরেকটি বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব শুরু করেছে ব্রাজিল। যথারীতি সেই শুরু জয় দিয়েই। ঘরের মাঠে বলিভিয়ার বিপক্ষে ৫-১ গোলের জয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব শুরু করেছে ব্রাজিল। এই জয়ে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে নিজেদের অপরাজিত থাকার ম্যাচের সংখ্যাটা ৩৫-এ নিয়ে গেছে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

৩৫-সংখ্যাটা মোটেই ছোট নয়। কিন্তু সব অঞ্চল মিলিয়ে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের রেকর্ড বইয়ে তাকালে ব্রাজিলের এই সংখ্যাটা খুবই ছোট! বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে টানা অপরাজিত থাকার রেকর্ডটা স্পেনের। ১৯৯৩ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে কোনো ম্যাচ হারেনি স্পেন। অপরাজিত ম্যাচের সংখ্যাটা অবিশ্বাস্য ৬৬!

বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে টানা অপরাজিত থাকার দৌড়ে ব্রাজিল দ্বিতীয় স্থানেও নেই। সেই স্থানটা ইউরোপের পরাশক্তি জার্মানির। ১৯৩৪ থেকে ১৯৮৫ সাল কোনো ম্যাচ হারেনি চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। অপরাজিত ম্যাচের সংখ্যা ৩৬। যে বলিভিয়াকে হারিয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে শুভসূচনা করেছে ব্রাজিল, সেই বলিভিয়ার বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে অ্যাওয়ে ম্যাচের দুর্দশা যেন বেড়েই চলেছে। এই নিয়ে প্রতিপক্ষের মাঠে টানা ৬৫ ম্যাচে জয়হীন তারা। ১৯৯৩ সালে পুয়ের্তো ওরদাজে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ৭-১ গোলের জয়ের পর শুরু হয় বলিভিয়ার এই জয়খরা।

আফ্রিদি-নাসিম-রউফদের নিয়ে গর্বিত বাবর

লাহৌর (ওয়েবডেস্ক) ঃ এবারের এশিয়া কাপে এখন পর্যন্ত তিন ম্যাচ খেলেছে পাকিস্তান। এই তিন ম্যাচে প্রতিপক্ষ ব্যাটসম্যানদের জন্য মূর্তিমান আতঙ্ক হয়েই দেখা দিয়েছে পাকিস্তানের পেসত্রয়ী। শাহিন আফ্রিদি, নাসিম শাহ ও হারিস রউফ-পাকিস্তানের এই তিন ফাস্ট বোলার এবারের এশিয়া কাপে খেলা তিন ম্যাচে নিয়েছেন ২৩ উইকেট। নিজেদের প্রথম ম্যাচে নেপালের বিপক্ষে এই তিন ফাস্ট বোলার মিলে নিয়েছেন ৫ উইকেট। প্রথম রাউন্ডে বৃষ্টির কারণে ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের ম্যাচটির ফল হয়নি। সেই ম্যাচে টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নামা ভারত আফ্রিদি-নাসিম-রউফের বোলিং তোপে অলআউট হয়ে যায় ২৬৬ রানে। বৃষ্টির কারণে এরপর আর খেলা শুরু না হওয়া ম্যাচে ভারতের সব কটি উইকেটই নিয়েছেন এই তিন ফাস্ট বোলার। এরপর সুপার ফোরে বাংলাদেশের বিপক্ষে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ৭ উইকেটে জেতে পাকিস্তান। টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নামা বাংলাদেশ ৩৮.৪ ওভারে ১৯৩ রানে অলআউট হয়ে যায়। বাংলাদেশের ১০ উইকেটের ৮টিই নিয়েছেন আফ্রিদি, নাসিম ও রউফ। এবারের এশিয়া কাপে ৯ উইকেট নিয়ে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি পাকিস্তানের রউফ ও বাংলাদেশের তাসকিন আহমেদ। ৭টি করে উইকেট বাংলাদেশের শরীফুল ইসলাম, আফ্রিদি ও নাসিমের। পরিসংখ্যানই বলছে, এবারের এশিয়া কাপে একচ্ছত্র আধিপত্য পাকিস্তানের পেস আক্রমণের। দলের ফাস্ট বোলারদের এমন সাফল্যে গর্বিত পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজমও। ভারতের বিপক্ষে সুপার ফোরে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচের আগে নিজের ফাস্ট বোলারদের নিয়ে নিজের সন্তুষ্টির কথা বলেছেন বাবর, 'আমাদের যে ফাস্ট বোলাররা আছে, তাদের পেয়ে আমি গর্বিত। বিশ্বের অন্যতম সেরা ফাস্ট বোলিং আক্রমণ এটা।' পাকিস্তানকে তাদের ফাস্ট বোলাররাই এশিয়া কাপ জেতাবে বলে বিশ্বাস বাবরের, 'ফাস্ট বোলাররাই আপনাকে টুর্নামেন্ট আর ম্যাচ জেতাবে। তাদের ওপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। নাসিম ও ফাহিমসহ (আশরাফ) আমাদের যে লাইনআপ আছে, এটা সেরা।'

ব্রাজিলের জার্সিতে নেইমার কি সত্যিই পেলের রেকর্ড ভেঙেছেন

ব্রাজিল ঃ 'ব্রাজিল জাতীয় দলের হয়ে ফিফা অফিশিয়াল ম্যাচে রাজার গোলের রেকর্ড ভাঙার জন্য নেইমারকে অভিনন্দন। পেলে অবশ্যই আজ করতালি দিচ্ছেন।'

রাজা কেতা না বললেও চলে। ফুটবলে 'কিং' বা 'ও রেই' একজনই। তবে সেই 'রাজা' এখন আর পৃথিবীতে নেই। গত বছর ২৯ ডিসেম্বর ঠিকানা পাল্টে এখন অন্যলোকের বাসিন্দা। সেই 'লোক'-এ বসে তো আর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম চালানো যায় না। পেলের হয়ে কাজটা অন্য কেউ করে দিচ্ছেন এখানে। আজও যেমন নেইমার ব্রাজিলের হয়ে আন্তর্জাতিক ম্যাচে গোলের হিসাবে পেলেকে পেছনে ফেলে শীর্ষে ওঠার পর কিংবদন্তির অফিশিয়াল ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে এই পোস্ট করা হয়।কথাগুলোয় একটু গভীরভাবে তাকালে সুক্ষ্ম ফারাকটা ধরা পড়ে।

'ফিফা অফিশিয়াল ম্যাচে গোলের রেকর্ড'-কথাটা গভীরভাবে পড়ুন। গভীরভাবে বলতে 'রিড বিটুইন দ্য লাইনস'-অন্তর্নিহিত অর্থ। সেটা উদ্ধার করতে পারলে মনের মধ্যে ঘুণপোকার মতো কেটে চলা 'কিন্তু'টা আর থাকে না। ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আজ বলিভিয়ার বিপক্ষে ব্রাজিলের ৫-১ গোলের জয়ে নেইমার একটি রেকর্ড গড়েছেন। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম তো সরগরমই কিছু সংবাদমাধ্যম, এমনকি এএফপির মতো সংবাদ সংস্থার প্রতিবেদনের শুরুতেও এই রেকর্ড নিয়ে বলা হয়েছে, 'পেলেকে টপকে ব্রাজিলের হয়ে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড গড়েছেন নেইমার।' কথাটা ঠিক, আবার ভুলও।

একটা হলো 'ফিফা অফিশিয়াল ম্যাচ'-যেটাকে আন্তর্জাতিক হিসেবে ধরা হয় মানে দুটি দেশের মধ্যে ম্যাচ। আরেকটি হলো 'ব্রাজিলের হয়ে'-মানে ব্রাজিল যে দলেরই মুখোমুখি হোক, সেটি দেশ বা ক্লাব। এই পার্থক্যটি মাথায় রেখে ফিফার পরিসংখ্যানটি জানিয়ে দেওয়া যাক। ফিফা অফিশিয়াল কিংবা আন্তর্জাতিক ম্যাচে ব্রাজিলের হয়ে নেইমারের গোলসংখ্যা এখন ১২৫ ম্যাচে ৭৯। পেলের গোলসংখ্যা ৯১ ম্যাচে ৭৭। বলিভিয়ার বিপক্ষে আজ জোড়া গোল করে তিনবার বিশ্বকাপজয়ী কিংবদন্তিকে পেছনে ফেলে ফিফা আন্তর্জাতিক ম্যাচে ব্রাজিলের হয়ে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড গড়েছেন নেইমার-এ নিয়ে তিল পরিমাণ প্রশ্নের সুযোগও নেই। কিন্তু ফিফার এ পরিসংখ্যানের সঙ্গে একমত নয় ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ)। হ্যাঁ, নেইমারের গড়া রেকর্ডকে উদ্‌যাপন করতে সিবিএফ আজ তাঁকে একটি স্মারক উপহারও দিয়েছে। কিন্তু 'দ্য অ্যাথলেটিক' জানিয়েছে, সিবিএফ মনে করে ব্রাজিলের জার্সিতে ১১৩টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে ৯৫ গোল করেছেন পেলে। ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম 'ও গ্লোবো' তো এক কাঠি সরেস।

সংবাদমাধ্যমটি দাবি করেছে, সিবিএফের হিসাব অনুযায়ী ব্রাজিলের হয়ে নেইমার আরও ১৬ গোল করলে ধরতে পারবেন পেলেকে। প্রশ্ন হলো, সিবিএফ কিসের ভিত্তিতে এই হিসাব করেছে?

আসলে পেলের গোলসংখ্যা নিয়ে ফুটবলের এই দুই নিয়ন্ত্রক সংস্থার মধ্যে হিসাবের গরমিলের মূলে আন্তর্জাতিক ম্যাচের সংজ্ঞা নির্ধারণ। ফিফার আন্তর্জাতিক ম্যাচ কী-সেটা তো আগেই বলা হলো। আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট তো বটেই, প্রীতি ম্যাচের গোলসংখ্যাও অন্তর্ভুক্ত করে ফিফা। যেমন ধরুন, ব্রাজিল জাতীয় দল ও বাংলাদেশ জাতীয় দলের মধ্যকার প্রীতি ম্যাচে শেখ মোরছালিন গোল করলে তা ফিফার হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের হয়ে মোরছালিনের গোলসংখ্যায় যোগ হবে।

কিন্তু সিবিএফ ব্রাজিলের জার্সিতে পেলের সব ম্যাচ হিসাব করেছে। খুলে বলা যাক। গত শতকে দেশগুলোর জাতীয় দল বিভিন্ন দেশের ক্লাবগুলোর সঙ্গেও ম্যাচ খেলেছে। ষাট ও সত্তর দশকে পেলে যখন খেলেছেন-ইন্টার মিলান ও আতলেতিকো মাদ্রিদের মতো দলগুলো ম্যাচ খেলেছে ব্রাজিলের সঙ্গে। ফিফা এই ম্যাচগুলো পেলের আন্তর্জাতিক ম্যাচ হিসেবে বিবেচনা করেনি, তাই এসব ম্যাচে তাঁর গোলসংখ্যাও যোগ হয়নি। কিন্তু সিবিএফ এমন ২২টি ম্যাচে পেলের ১৮টি গোল অন্তর্ভুক্ত করেছে তাঁর হিসাবে। আর তাই ফিফার হিসাবে পেলের ৯১ ম্যাচে ৭৭ গোলই সিবিএফের হিসাবে বেড়ে ১১৩ ম্যাচে ৯৫ হয়েছে।

ফিফার হিসাবে ব্রাজিলের সর্বোচ্চ পাঁচ গোলদাতা

	গোল	ম্যাচ	গোলম্যাচ
নেইমার	৭৯	১২৫	০.৬২
পেলে	৭৭	৯১	০.৮৪
রোনালদো	৬২	৯৮	০.৬৩
রোমারিও	৫৫	৭০	০.৭৯
জিকো	৪৮	৭১	০.৬৮

প্রশ্ন করতে পারেন, নেইমারেরও কি এমন ম্যাচ নেই? যেসব ম্যাচে নেইমার ব্রাজিলের হলুদ জার্সিতেই খেলেছেন, কিন্তু ফিফা সেগুলো জাতীয় দলের অফিশিয়াল ম্যাচ হিসেবে বিবেচনা করেনি। আছে, আলবৎ আছে। ২০১২ ও ২০১৬ অলিম্পিকে নেইমার ব্রাজিলের হয়ে মোট ১৪ ম্যাচে ৮ গোল করেছিলেন। কিন্তু অলিম্পিকে জাতীয় দল নয়, অফিশিয়ালি অনূর্ধ্ব-২৩ দল খেলে থাকে, যেখানে তিনজন সিনিয়র খেলোয়াড় সুযোগ পান। ফিফা বিচারে এটি অনূর্ধ্ব-২৩ টুর্নামেন্ট, তাই এর পরিসংখ্যানও আলাদা। সিবিএফও এই অলিম্পিককে অনূর্ধ্ব-২৩ দলের কাতারে রাখায় নেইমারের এই ৮ গোল তাঁর পরিসংখ্যানে যোগ করা হয়নি।

সিবিএফের হিসাবে ব্রাজিলের সর্বোচ্চ পাঁচ গোলদাতা

	গোল	ম্যাচ	গোলম্যাচ
পেলে	৯৫	১১৩	০.৮৪
নেইমার	৭৯	১২৫	০.৬২
রোনালদো	৬৭	১০৩	০.৬৫
জিকো	৬৬	৮৯	০.৭৪
রোমারিও	৫৬	৭৪	০.৭৬

এবার আসল প্রশ্নটা করা যাক। আচ্ছা, ফুটবলপ্রেমীদের নেইমারের এই রেকর্ড নিয়ে আলোচনার সময় কি একদম ঠিকঠাক করে সব বলার দরকার আছে? মানে, নেইমার আজ যে রেকর্ড গড়লেন, সেটি নিয়ে কথা বলার সময় যদি কেউ বলেন 'ব্রাজিলের জার্সিতে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড এখন নেইমারের'-তাহলে কি কথাটা ভুল হয়? অবশ্যই না। প্রচলিত অর্থে এটাও সঠিক। জাতীয় দলের ম্যাচ বলতে যে আন্তর্জাতিক ম্যাচই বুঝে নেওয়া হয়। আর নেইমার তো আন্তর্জাতিক ম্যাচের হিসাবেই পেলের গোলের রেকর্ড ভেঙেছেন। ব্রাজিল তারকার সমর্থকদের তাই মন খারাপ করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু ব্রাজিলের ফুটবল কনফেডারেশনের (সিবিএফ) হিসাবটা আলাদা। তারা ওই দেশের ফুটবলের দায়িত্বশীল সংস্থা, সমর্থকদের যে স্বাধীনতা আছে, সেটা তাদের নেই। নিজেদের যে হিসাব সে অনুযায়ীই তাঁদের কথা বলতে হবে, আর তাই সিবিএফ সভাপতি এদনালদো রদ্রিগেজ নেইমারের হাতে গোলের রেকর্ডের স্মারক তুলে দেওয়ার সময় বলেছেন, 'জাতীয় দলগুলোর বিপক্ষে ব্রাজিলের হয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতা।'

সিবিএফ সভাপতি সচেতনভাবেই নেইমারকে ব্রাজিলের জার্সিতে সর্বোচ্চ গোলদাতা বলেননি। ব্রাজিলের জার্সিতে-এই কথাটার মধ্যে যে পেলের জাতীয় দলের হয়ে ক্লাবের বিপক্ষে খেলা ম্যাচগুলোয় গোলের পরিসংখ্যানও যোগ হয়। সে হিসাবে পেলে এখনো নেইমারের চেয়ে এগিয়ে। সবচেয়ে বড় কথা, গোলের রেকর্ড গড়ার পর নেইমার নিজেই বলেছেন, 'রেকর্ডটির মানে এটা নয় যে, আমি পেলের চেয়ে ভালো...।' কথাটা শুনে পেলে নিশ্চয়ই আবারও করতালি দিয়েছেন! ঠিকানা পাল্টানোয় যে কথাটি তিনি নিজে বলতে পারছেন না, সেটা বলে দিলেন নেইমার নিজেই। বিশাল হৃদয়ের ডিয়েগো ম্যারাডোনা তাঁর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর পাশে বসে নিশ্চয়ই খুঁচিয়েছেন, 'ব্রাজিলের জার্সিতে সর্বোচ্চ গোল'-এটা ওঁকে এখনই দিয়ে দিলেই বা কী যায় আসে! বয়স তো সবে ৩১, তুমি জাতীয় দল ও ক্লাবের বিপক্ষে মিলিয়ে যত গোল করেছ, সেটা ও একদিন শুধু জাতীয় দলগুলোর বিপক্ষেই করে ফেলবে, দেখে নিয়ো!'

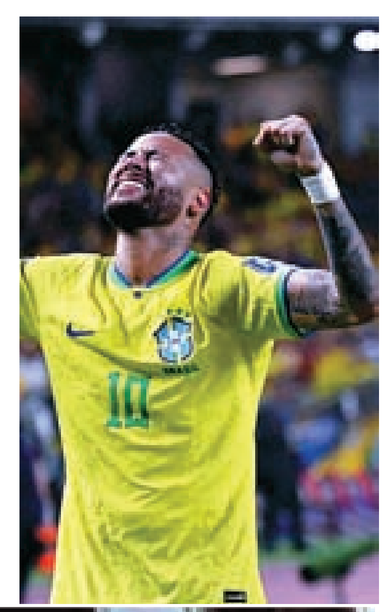

সের্গেই ল্যাভরভ এর মন্তব্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মির্জা ফখরুল

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ সরকারের অনভিজ্ঞ কূটনীতির কারণে, বড় শক্তিগুলোর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে বাংলাদেশকে মাঠ হিসেবে ব্যবহার করতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এক সমাবেশে বক্তৃতাকালে বিএনপি মহাসচিব রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভের মন্তব্যে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বিএনপির ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানী ঢাকার নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে শোভাযাত্রা বের করে জাতীয়তাবাদী মহিলা দল। শোভাযাত্রার আগে সমাবেশে বক্তৃতা কালে তার উদ্বেগের কথা জানান মির্জা ফখরুল। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা চীন ও রাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে ইন্দো প্যাসিফিক কৌশল ব্যবহার করে দক্ষিণ এশিয়ায় তাদের স্বার্থ প্রচারের চেষ্টা করছে। রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী এখানে আসার পর যা বলেছেন তাতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়েছে যে, আধিপত্যের লড়াইয়ে বৃহৎ শক্তিগুলোর প্রভাবের ক্ষেত্র হিসেবে বাংলাদেশকে ব্যবহার করা হবে। এটা খুবই উদ্বেগজনক।

উল্লেখ্য, ল্যাভরভ দুই দিনের সফরে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঢাকায় এসে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেনের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন। পরে এক সংবাদ সম্মেলনে ল্যাভরভ বলেন, মস্কো এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের শাসন ও হস্তক্ষেপ প্রতিষ্ঠার যেকোনো প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ করবে।

বিএনপি মহাসচিব আরো বলেন, এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি ও জাতির জন্য বিপদ ডেকে আনার জন্য আওয়ামী লীগ সরকার সম্পূর্ণভাবে দায়ী। তারা (সরকার) দায়িত্বজ্ঞানহীন বিবৃতি দিচ্ছে এবং বাংলাদেশকে এমন একটি ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয়ার জন্য তাদের কূটনীতি অযৌক্তিকভাবে পরিচালনা করছে।

মির্জা ফখরুল মহিলা দলের নেতাকর্মীদের উদ্দেশে বলেন, এই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আপনাদের শপথ নিতে হবে যে কোনো মূল্যে বর্তমান সরকারকে উচ্ছেদ করে আমরা জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করবো এবং একটি নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের অধীনে (আগামী) নির্বাচন করবো।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, আমরা কোনো ধরনের সহিংসতা ও বিশৃঙ্খলা ছাড়া শান্তিপূর্ণভাবে তাদের এক দফা দাবি আদায় করতে চাই। অবাধ, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করাই বিএনপির লক্ষ্য।

শাটল ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে আহত ২০, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ

চট্টগ্রাম ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যাওয়ার সময়, বৃহস্পতিবার চলন্ত শাটল ট্রেনের সঙ্গে গাছের ডালে ধাক্কা লেগে ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে ২০ শিক্ষার্থী আহত হয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করেছে শিক্ষার্থারা। ঘটনার প্রতিবাদে, বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে বিক্ষুদ্ধ শিক্ষার্থীরা উপাচার্যের বাসভবনের সামনে সববেত হয়। পরে, তারা ভাঙচুর করে এবং সড়কে আগুন জ্বালিয়ে এর প্রতিবাদ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটেও তরা আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

রাত সাড়ে ৮টায় নির্ধারিত শাটল ট্রেন ক্যাম্পাসে এসে পৌঁছালেই শিক্ষার্থীরা ট্রেন থেকে নেমে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটক আটকে দেয়। এ সময় তারা আগুন জ্বালিয়ে প্রশাসনের কাছে শিক্ষার্থী আহত হওয়ার বিষয়ে জবাব দাবি করে ও শাটল ট্রেনের বগি বাড়ানোর দাবি জানায়। এ ছাড়া, জিরো পয়েন্টে অবস্থিত পুলিশ বক্সে ভাঙচুর করে ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাত সোয়া ৯টার দিকে হাটহাজারীর চৌধুরীহাট এলাকায় চট্টগ্রাম শহর থেকে শাটল ট্রেনের ছাদে করে ক্যাম্পাসে যাওয়ার সময় গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ অন্তত ২০ জন আহত হন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানার, শাটল ট্রেনের ভেতরে জায়গা না হওয়ায়, শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন ছাদে চড়ে যাতায়াত করে। কয়েকদিন আগে, চৌধুরীহাট এলাকার একটি গাছের ডাল নুয়ে পড়ে।এই ডালে আঘাত পেয়ে বৃহস্পতিবার বিকেলে এক শিক্ষার্থী আহত হন। পরে, রাতে ক্যাম্পাসগামী ট্রেনের ছাদে থাকা শিক্ষার্থীরা একই গাছের ডালের সঙ্গে ধাক্কা গেলে আহত হয়। আহতদের তাৎক্ষণিকভাবে ফতেয়াবাদ হাসপাতাল ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। লোক প্রশাসন বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, আমরা শাটল ট্রেনের ছাদে চড়ে ক্যাম্পাসে ফিরছিলাম। ক্যান্টনমেন্ট এলাকা পার হওয়ার পর, চৌধুরীহাট এলাকায় এলে গাছের একটি ডালের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ঘটনাস্থলে তিনজন ট্রেন থেকে পড়ে যায়। এ ছাড়া ১৫-২০ জনের মতো আহত হয়। আহতদের মধ্যে ৮ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদের অনেকের মাথা ও মুখ ফেটে গেছে।

শুক্রবার দুপুরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই নুরুল আলম আশেক জানান, আহত ১৬ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৩ জন আইসিইউতে, ৫ জন সার্জারী ওয়ার্ডে ভর্তি আছেন। বাকি ৮ জন ক্যাজুয়ালিটিতে চিকিৎসা নিয়েছেন।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শিক্ষার্থীদের মধ্যে রয়েছেন আমজাদ হোসেন সোহাগ, খলিলুর রহমান, অং সইনু মারমা, তাইজুল ইসলাম, আবু সাঈদ, মোহাম্মদ সান, রাফসান ও আসলাম।

চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনের ব্যবস্থাপক রতন কুমার চৌধুরী বলেন, ট্রেনের ছাদে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী ছিলো। গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগলে তারা পড়ে যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর ড. মো. মোরশেদুল আলম বলেন, রাতে ট্রেনের ছাদে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ১৫২০ জনের মতো আহত হয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছে। আমরা আহতদের স্থানীয় ক্লিনিকগুলোয় প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছি।

উল্লেখ্য, বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২টি শাটল ট্রেন প্রতিদিন মোট ১৪ বার শহর-ক্যাম্পাস-শহর আসা যাওয়া করে। প্রতিটি শাটল ট্রেনে দশটি করে বগি আছে।

টুকরো খবর

'আংশিক উদ্বোধন করে আমি চাইলাম চমক দিতে, চমক তো হলো না'

ঢাকা ঃ ঢাকা এলিভেটেট এক্সপ্রেসওয়ে আংশিক উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে নির্বাচনের আগে বিভিন্ন মেগা প্রকল্প উদ্বোধনের পালা শুরু হয়েছে। আগামী অক্টোবর মাসজুড়ে নির্মানাধীন বেশকয়েকটি বড় প্রকল্প উদ্বোধনের দিন ধার্য করা হয়েছে। যদিও এসব প্রকল্পের কাজ পুরোপুরি শেষ হচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসব প্রকল্প উদ্বোধন করবেন। উদ্বোধনের তালিকায় থাকা প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে ‐ ঢাকায় মেট্রোরেলের আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত অংশ, পদ্মাসেতু রেল প্রকল্পের ঢাকা থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত অংশ, হযরত শাহজাজাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল, চট্টগ্রামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল (কর্নফুলী টানেল)। এছাড়া খুলনা-মোংলা রেললাইন এবং দোহাজারি-কক্সবাজারের রেলপথ উদ্বোধনের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গেছে।

নির্বাচনকে সামনে রেখে ধারাবাহিক একের পর এক বড় প্রকল্প উদ্বোধনের একটা রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ.ফ.ম. বাহাউদ্দিন নাছিম বিবিসিকে বলেন, এটা ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের একটা কৃতিত্ব। এখন নির্বাচনকে সামনে রেখে এটা ভাল সময়, একটা মোক্ষম সময়। এই জিনিসগুলোকে আমরা মানুষের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করবো। এবং এটা রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের একটা কৃতিত্ব। মি. নাছিম বলছেন, নির্বাচনকে সামনে রেখে তো আমরা মানুষের কাছে যাব। মানুষের কাছে প্রচার করবো উন্নয়নের কথা বলবো, অগ্রগতির কথা বলবো, সমৃদ্ধির

কথা বলবো। এটা তো প্রচারের অংশ। ঢাকায় আংশিক চালু হওয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে এখনো কোনো গণপরিবহন চলছে না। অনুমতি নেই সিএনজি ও মোটরসাইকেল চলাচলের। এক্সপ্রেসওয়েতে ওঠার-নামা সময় তীব্র যানজটের মধ্যে পড়তে হচ্ছে। ফলে এর সুফল এখন দৃশ্যমান হচ্ছে না বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। আংশিক চালু এ রাস্তায় এয়ারপোর্ট যেতে হলে শাহবাগ, কাওরান বাজার বা ফার্মগেট থেকে আসা গাড়িকে বিজয় সরণির নিয়মিত যানজট পার হতে হয়। আবার এয়ারপোর্ট থেকে এসে নামার পরেই বনানী, মহাখালী বা ফার্মগেটে পড়তে হচ্ছে জটলার মধ্যে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে বাস্তবায়ন না হওয়া এবং পুরো কাজ শেষ না করেই চালু হওয়ার কারণে সংকট থেকেই গেছে। বুয়েটের পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. এম শামসুল হক বিবিসিকে বলেন, যানজট দূর করার যে কথাগুলি আমরা বলেছি দেখা যাবে যে সব ডিরেকশনের মানুষগুলি এই কয়েকটা র‍্যাম্প দিয়ে ওঠানামা করতে গিয়ে কনজেসটেড অবস্থায় পিক আওয়ারে এটা হিতে বিপরীত হবে

এক্সপ্রেসওয়ে তড়িঘড়ি উদ্বোধন করতে গিয়ে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়নি বলেও মনে করেন মি. হক। কাঠামো উদ্বোধন করে ফেললাম কিন্তু সেইফটি কম্প্রোমাইজ করে ফেললাম। ঢাকা এলিভেটেট এক্সপ্রেসওয়ের যে জায়গায় র‍্যাম্প নেমেছে কাকলীতেই দেখবেন, যে জায়গায় ফুটপাত ছিল সে জায়গায় র‍্যাম্প দিয়ে কিন্তু গাড়িগুলি নামবে। পরের কথা হলো এই পথচারিরা যাবে কোথায়? তাড়াহুড়ো করে উদ্বোধনের কারণে এই কাজগুলি অসম্পূর্ণ থেকে যায় এবং মানুষের জন্য বিপদ ডেকে আনে বলে মনে করেন অধ্যাপক হক। আংশিকভাবে মেগা প্রকল্পগুলোর সুবিধা চালু হলে সেটি নির্বাচনী প্রচারে সুবিধাজনক হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বিশ্লেষকরা মনে করেন, এ ধরনের বড় অবকাঠামো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পুরো নির্মাণকাজ শেষ করেই উদ্বোধন করাটা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ ব্যাখ্যা করে অধ্যাপক এম শামসুল হক বলেন, এই যে রাজনৈতিক চমক দেখানোর জন্য উদ্বোধন করা, এগুলি কিন্তু কাউন্টার প্রোডাক্টিভ হয়ে যায়। আমি জানি না সরকার এগুলো একটু বিবেচনায় নিতে পারে। কাজ চলমান অবস্থায় উদ্বোধন করলে সেটার জন্য অতিরিক্ত টাকা খরচ করতে হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মি. হক বলেন, এই ধরনের সংস্কৃতি থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। উদ্দেশ্য হলো পুরো প্রজেক্টটাকে বাস্তবায়ন করে জনগণের জন্য আমি দিব। আংশিক উদ্বোধন করে আমি চাইলাম চমক দিতে, চমক তো হলো না। সেই হিসেবে আমি বলবো উন্নয়নের দর্শনে কিছু পরিবর্তন আনতে হবে। জনগণের অর্থায়নে, জনগণের প্রজেক্ট যেভাবে করার কথা যে সময়াবদ্ধের মধ্যে করার কথা সেই সংস্কৃতিটা অর্জন করতে হবে। বলেন অধ্যাপক এম শামসুল হক। আওয়ামী লীগ সরকারের টানা তিন মেয়াদে বাংলাদেশে অবকাঠামো উন্নয়নে বড় বড় প্রকল্প নেয়া হয়েছে। প্রকল্পগুলো পর্যায়ক্রমে দৃশ্যমানও হচ্ছে। তবে সমালোচনা রয়েছে এসব প্রকল্পের ব্যয় তুলনামূলক বেশি এবং অধিকাংশক্ষেত্রে পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন শেষ করা যায়নি। প্রকল্প শেষ না করেই উদ্বোধন কিংবা আংশিক চালু করা নিয়ে যে সমালোচনা সেটি নিয়ে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে ক্ষমতাসীন দলের। বিষয়টি নিয়ে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ.ফ.ম. বাহাউদ্দিন নাছিম বলেন, দেখতে হবে সব কিছু মিলিয়ে ভালো কীনা। কাজটিতে সফলতা আছে কীনা। যে কাজটি সম্পন্ন হলো বা সম্পন্ন হওয়ার পথে সে কাজটির সুবিধা জনগণ ভোগ করে কীনা। সেটাই হলো বিবেচনা ব্যাপার। খুব দক্ষতার সাথে সফলতার সাথে সরকার যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছে সে কাজগুলি সম্পন্ন করেছে। এবং সম্পন্ন করতে পারার মতো সক্ষমতা অর্জন করেছে। এটা কিন্তু একটা পারফরর্ম্যান্সের ব্যাপার। অনেকেই অনেক কিছু স্বপ্ন দেখে, কাজ শুরুও করতে পারে না শেষও করতে পারে না, বলেন মি. নাসিম।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
রবিবার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
10:09:2023

উড়তে থাকা শ্রীলংকাকে মাটিতে নামাতে পারবে বাংলাদেশ?

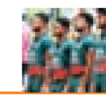

ঢাকা ঃ এবারের এশিয়া কাপ বাংলাদেশ শুরু করে টুর্নামেন্টের সহ আয়োজক শ্রীলংকার সঙ্গে বড় পরাজয় দিয়ে। এর পরে আফগানিস্তানের সাথে 'ডু অর ডাই' ম্যাচে দাপুটে জয় তুলে নিয়ে সুপার ফোর নিশ্চিত করে বাংলাদেশ। কিন্তু সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচে আবারও পরাজয়ের বৃত্তে। পাকিস্তানের সামনে দাড়াতেই ব্যর্থ হয় এবার তারা। ধনাত্বকঋণাত্বকের হিসেবে বাংলাদেশের ক্রিকেট ফ্যানরা আশা করতে পারেন এ ম্যাচে হয়তো আবারও জয়ের ধারায় ফিরবে বাংলাদেশ। কারণ হারলেই মোটামুটি আসর থেকে বিদায় নিশ্চিত হয়ে যাবে। কিন্তু সেই জয়ের আশা পূরণে চ্যালেঞ্জ যে অনেক সেটাও ভালোই জানা ক্রিকেট সমর্থকদের। কী সেই চ্যালেঞ্জগুলো চলুন একটু চোখ বুলিয়ে নেই। এবারের এশিয়া কাপে এখন পর্যন্ত রান সংগ্রহে সবার উপরে বাংলাদেশের নাজমুল হোসেন শান্ত। ২ ইনিংসে ৯৬.৫০ গড়ে তার রান ১৯৩। প্রথম ম্যাচে শ্রীলংকার সঙ্গে যেখানে দলের সবাই ব্যাট হাতে ব্যর্থ হন, সেখানে একপ্রান্ত আগলে ৮৯ রানের ইনিংস খেলেন নাজমুল হোসেন। পরের ম্যাচেই আফগানিস্তানের সাথে তুলে নেন ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় শতক, ১০৪ রান করেন এ ম্যাচে। তারপরই দুঃসংবাদ পায় বাংলাদেশ। হ্যামস্ট্রিংয়ের ইনজুরিতে এশিয়া কাপ শেষ হয়ে গিয়েছে নাজমুল শান্তর।

মরক্কোতে ৬.৮ মাত্রার ভূমিকম্পে নিহত ৬৩২, ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েছে অনেকে

মরক্কো (এজেন্সী) ঃ মরক্কোর মধ্যাঞ্চলে ৬ দশমিক ৮ মাত্রার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। মরেক্কার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, মৃতের সংখ্যা এখনো পর্যন্ত ৬৩২ জন। দেশটির কর্মকর্তারা বলছেন, অধিকাংশ মানুষ মারা গেছে দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় যেখানে পৌঁছানো বেশ কঠিন।

ইউএস জিওলজিক্যাল সার্ভে জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল মারাক্কেশ শহর থেকে ৭১ কিলোমিটার দূরে এটলাস পর্বতমালা এলাকার ১৮ দশমিক ৫ কিলোমিটার গভীরে।

স্থানীয় সময় রাত ১১.১১ মিনিটে ভূমিকম্পটি আঘাত হানার পর লোকজন ঘরবাড়ি ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসে। ভূমিকম্পটির ১৯ মিনিট পর আবারো ৪ দশমিক ৯ মাত্রার ভূ কম্পন অনুভূত হয়েছে।

সামাজিক মাধ্যম এক্সএ ক্ষতিগ্রস্ত ভবন ও রাস্তায় ধ্বংসস্তূপের ভিডিও দেখা যাচ্ছে, তবে এগুলোর সত্যতা সম্পর্কে এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বিশেষ করে ভবন পড়ে যাচ্ছে এমন কিছু ভিডিও দেখা গেলেও বিবিসি এগুলো সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেনি।

তবে লোকজনকে সতর্ক সংকেত শুনে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে দেখা গেছে। একজন স্থানীয় কর্মকর্তা তার এলাকাতে অন্তত ৩০ জনের মৃত্যুর খবর দিয়েছেন।

মারাক্কেশ শহরের পুরনো অংশে কিছু ভবন ধ্বসে পড়েছে বলে সেখানকার একজন অধিবাসী বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছে। মারক্কেশ শহরের জামেয়া আল ফানাহ চত্তর ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে।

উৎপত্তিস্থল থেকে সাড়ে তিনশ কিলোমিটার দূরে রাজধানী রাবাতেও কম্পন অনুভূত হয়েছে।

প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী ভূমিকম্পে ২৯৬ জন মারা গেছে আল হৌজ, মারাক্কেশ, আজিলাল সহ কয়েকটি শহরে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়।

এছাড়া আরও ১৫৩ জনকে হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। স্থানীয় মানুষ বলছেন, ভূমিকম্প পরবর্তী কম্পনে লোকজন এখনো ঘরের বাইরে রাস্তা বা খোলা জায়গায় অবস্থান করছে।

মানুষ ভীত ও আতঙ্কগ্রস্ত। শিশুরা কাঁদছে ও তাদের অভিভাবকরা দিশেহারা হয়ে পড়েছে, আব্দেলহাক আল আমরানি বলছিলেন সংবাদ সংস্থা এএফপিকে।

তিনি জানান বিদ্যুৎ ও ফোন সংযোগ প্রায় দশ মিনিটের মতো বন্ধ ছিলো। এএফপি ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একটি পরিবারের আটকে পড়ার খবর দিয়েছে। এছাড়া অনেক মানুষকে হাসপাতালে নেয়া হয়েছে।

ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল এটলাস পর্বতমালার অনেক দূরের একটি এলাকায় হলেও ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে সেখান থেকে ৩৫০ কিলোমিটার দূরে রাজধানী রাবাত ছাড়াও কাসাব্ল্যাংকা ও এসাউইরাতে।

উৎপত্তিস্থলের কাছে পর্বত এলাকার সাধারণ ভবনগুলো হয়তো টিকে নেই এবং অনেক দূরের এলাকা হওয়ার কারণে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে সময় লাগতে পারে।

দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সরেজমিন অনুসন্ধানের পর জানিয়েছে যে ভূমিকম্পে বহু পুরনো ভবন ধ্বংস হয়ে গেছে।

রাজধানী রাবাতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দেলোয়াফি লাফতিফ সংবাদ সম্মেলনে জানান যে ক্ষতিগ্রস্থদের একটা বড় অংশই রয়েছে দুর্গম এলাকায়।

সেসব এলাকায় অনেক পরিবার ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়ে আছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে।

মারাকেশের হাসপাতালগুলোতে বিপুল পরিমাণে মানুষ আসছে এবং তাদের চিকিৎসা নিশ্চিত করতে নাগরিকদের রক্তদান করার আহ্বান জানিয়েছে শহরের কর্তৃপক্ষ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতারা ভূমিকম্পে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতিতে সমবেদনা জানিয়েছেন এবং মরক্কোকে প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।

ফরাসী প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রঁ জানিয়েছেন যে তার দেশ মরক্কোকে 'প্রাথমিক চিকিৎসা সহায়তা দিয়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত।'

তুর্কি প্রেসিডেন্ট রেচেপ তায়েপ এরদোয়ান সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি মন্তব্য করেছেন যে তার দেশ সহায়তার জন্য প্রস্তুত।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু'র অফিসের এক বার্তায় বলা হয়েছে যে মি. নেতানিয়াহু 'মরক্কোর মানুষকে সকল প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের নির্দেশ' দিয়েছেন।

যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জেমস ক্লেভারলি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স'এ মন্তব্য করেছেন যে, যুক্তরাজ্য সম্ভাব্য সকল পন্থায় মরক্কোর সহায়থা করবে।

এছাড়াও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, স্প্যানিশ প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সাঞ্চেজ সহ বিশ্বনেতারা সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

মার্কিন দূতাবাসে 'আশ্রয় চেয়ে' বাসায় ফিরলেন ড. ইউনূস ইস্যুতে আলোচিত ডিএজি এমরান

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের পক্ষে একটি খোলা চিঠির প্রতিবাদে বিবৃতিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আলোচনায় আসা সাবেক ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এমরান আহম্মদ ভূঁইয়া শুক্রবার ঢাকায় থাকা মার্কিন দূতাবাসে গিয়ে 'আশ্রয় চাওয়ার' পর বাসায় ফিরে গেছেন।

শুক্রবার সন্ধ্যা সাত টার দিকে ঢাকায় থাকা যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসে গিয়ে দেখা যায়, দূতাবাসের প্রবেশমুখে থাকা একটি কক্ষে বসিয়ে রাখা হয়েছে তাদের। মি. ভূঁইয়ার সাথে ছিলেন তার স্ত্রী ও তিন মেয়ে। ওই কক্ষটি রাস্তা থেকেই দেখা যায়।

তবে দূতাবাসে গিয়েও তাদের সাথে কথা বলা যায়নি। দূতাবাসের নিরাপত্তা প্রহরীরা জানান, এবিষয়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

দূতাবাসের বাইরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতি বাড়ানো হয়েছে। সেখানে সংবাদকর্মীদের প্রবেশের অনুমতি নেই বলেও দায়িত্বরত সদস্যরা জানান।

এছাড়া, মি. ভূঁইয়ার মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করেও কোন প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

এরআগে, দ্য ডেইলি স্টার পত্রিকাকে একটি লিখিত বার্তায় এমরান আহম্মদ ভূঁইয়া জানান, তিনি তার পরিবারের সদস্যসহ আমেরিকান দূতাবাসে আশ্রয় নিতে গেছেন। গত চার'পাঁচ দিন ধরে তিনি বিভিন্ন ধরণের হুমকির শিকার হয়েছেন বলেও ওই বার্তায় দাবি করেন তিনি।

স্থানীয় কয়েকটি সংবাদপত্রে বলা হচ্ছে , কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষার পর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে নিজের বাড়িতে ফিরে গেছেন মি. ভূঁইয়া।

এই প্রতিবেদনগুলোতে মি. ভূঁইয়াকে উদ্ধৃত করে বলা হচ্ছে, আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের বক্তব্যে তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে, তাকে গ্রেফতার করা হতে পারে। পরে তাকে এ বিষয়ে আশ্বস্ত করা হলে তিনি বাসায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

গত ৫ই সেপ্টেম্বর আইনমন্ত্রী আনিসুল হক জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের বলেন, 'তিনি (এমরান আহম্মদ ভূঁইয়া) অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন ডিএজি (ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল)। তিনি যদি সাংবাদিকদের সামনে কথা বলেন, তাহলে তাঁকে হয় পদত্যাগ করে কথা বলা উচিত, অথবা অ্যাটর্নি জেনারেলের অনুমতি নিয়ে কথা বলা উচিত। তিনি সেটি করেননি। তিনি শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছেন।'

শুক্রবার আখাউড়ায় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী জানান, উনাকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

সম্প্রতি নোবেল বিজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের পক্ষে ১৬০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি একটি খোলা চিঠি দেয় যেখানে ড. ইউনূসকে 'বিচারিক হয়রানি' করা হচ্ছে বলে নোবেল বিজয়ী ও নেতারা উল্লেখ করেন।

এর প্রতিবাদ করে অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের পক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদ বিবৃতিতে 'স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে' আলোচনায় আসেন এমরান আহম্মদ ভূঁইয়া।

এ ঘটনার পর গত সাতই সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতির এক আদেশের মাধ্যমে এমরান আহম্মদ ভূঁইয়ার নিয়োগাদেশ বাতিল করে তাকে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেলের পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর দেয়া এক সাক্ষাৎকারে মি. ভূঁইয়া বলেন, রবিবার অর্থাৎ ৩রা সেপ্টেম্বর অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে একটি বার্তা পাঠানো হয় যেন কর্মকর্তারা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের পক্ষে দেয়া বিবৃতির প্রতিবাদ লিপিতে যেন পরদিন স্বাক্ষর করেন।

মি. ভূঁইয়া এই প্রতিবাদ লিপিতে স্বাক্ষর করেন নি। কারণ তার মতে, অধ্যাপক ইউনূস 'বিচারিক হয়রানির' শিকার হচ্ছেন।

শ্রম আদালতে মামলা কীভাবে চলে, মামলার গতি কেমন থাকে - তা আমরা জানি। এই মামলাটি (মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে মামলা) অস্বাভাবিক গতিতে চলছে, বলেন মি. ভূঁইয়া। 'একান্ত ব্যক্তিগত' মনোভাব থেকেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানান তিনি।

মি. ভূঁইয়া বলেন, বিশ্বের জীবিত যারা নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আছেন তাদের অধিকাংশ এবং সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্টসহ অনেকে অধ্যাপক ইউনূসের পক্ষে বিবৃতি দিয়েছেন। মূল বিবৃতির কারণে বিচার সরাসরি বাধাগ্রস্থ হচ্ছে বলে আমার মনে হয় না।

ড. ইউনূস শুধু বাংলাদেশেরই নয়, বিশ্বেরও সম্পদ। মূল বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে তিনি 'বিচারিক হয়রানি'র শিকার হচ্ছেন। আমার কাছেও বিষয়টা সেরকমই মনে হয়।

তার এই বক্তব্যের পর তার কার্যালয়ের সামনে থেকে তার নেমপ্লেট খুলে ফেলেন তার সহকর্মীরা।

পরবর্তীতে আইনমন্ত্রী তার বিরুদ্ধে 'শৃঙ্খলাভঙ্গের' অভিযোগ করেন।

সাতই সেপ্টেম্বর আইন মন্ত্রণালয়ের একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, 'এমরান আহম্মেদ ভূঁইয়ার নিয়োগাদেশ জনস্বার্থে বাতিলক্রমে তাঁকে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেলা পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো'।

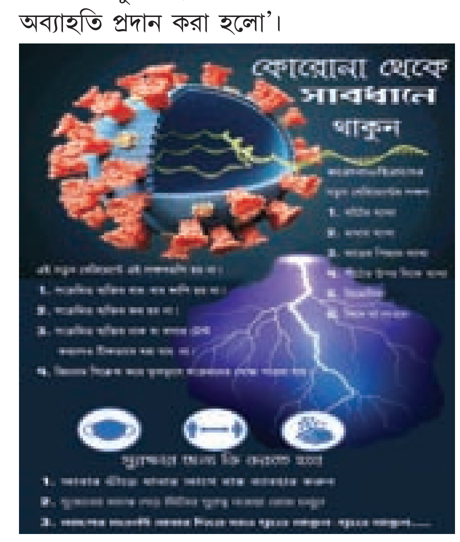

দিল্লিতে মোদীহাসিনার বৈঠককে 'ফলপ্রসূ আলোচনা'

নয়াদিল্লি (এজেন্সী) ঃ জি টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলনে বিশেষ আমন্ত্রিত হিসেবে দিল্লিতে এসে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বাগতিক দেশ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে শুক্রবার সন্ধ্যায় দীর্ঘ বৈঠক করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদীর বাসভবনে দীর্ঘ দেড় ঘন্টা ধরে চলেছে ওই বৈঠক। দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের একটা পর্যায়ে দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে একান্ত আলোচনাও হয়েছে।

বৈঠকের ঠিক পর পরই প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজের এক্স (আগেকার টুইটার) অ্যাকাউন্টে বাংলায় লেখেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। গত ৯ বছরে ভারতবাংলাদেশ সম্পর্কের অগ্রগতি খুবই সন্তোষজনক।

তিনি আরও জানান, আমাদের আলোচনায় কানেক্টিভিটি, বাণিজ্যিক সংযুক্তি এবং আরও অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল।

রাতে দিল্লিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে বৈঠক নিয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনও সে সময় উপস্থিত ছিলেন।

পরারাষ্ট্রমন্ত্রী সেখানে জানান, 'আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা'র বিষয়টি বৈঠকে খুবই গুরুত্ব পেয়েছে।

তিনি বলেন, আমাদের ইস্যু যেটা, সেটা হল আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা। আমরা বারবার এই কথাটা বলছি, ভারতও একই কথা বলছে।

এই জিনিসটা নষ্ট হলে আমাদের উভয় দেশে তো বটেই, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়াতেই তার প্রভাব পড়বে। আমরা এই কথাটা বৈঠকে বলেছি, ভারতও তার সঙ্গে একমত হয়েছে, জানান এ কে আবদুল মোমেন।

ভারত থেকে বাংলাদেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ অনুরোধ রাখতেও প্রধানমন্ত্রী হাসিনা অনুরোধ জানিয়েছেন বলে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে নিজ দেশে প্রত্যাবাসনের বিষয়েও বৈঠকে ভারতের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে।

এছাড়া কৃষিক্ষেত্রে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আদানপ্রদানের লক্ষ্যে এবং টাকা ও টাকায় বাণিজ্যিক লেনদেনের পথ প্রশস্ত করতে বৈঠকে তিনটি 'মউ' বা সমঝোতাপত্রও স্বাক্ষরিত হয়েছে - যেগুলোর কথা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আগেই জানানো হয়েছিল।

বৈঠকের পর ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি পদস্থ সূত্র বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছে, দুই নেতার মধ্যে আলোচনা হয়েছে অত্যন্ত 'আন্তরিক, খোলামেলা ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে'।

ওই বৈঠকে আরও একবার ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যেকার 'পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও মৈত্রীরই প্রতিফলন ঘটেছে' বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

ঠিক এক বছরের ব্যবধানে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে মুখোমুখি বৈঠক অনুষ্ঠিত হল।

নরেন্দ্র মোদী ও শেখ হাসিনার মধ্যে শেষ 'ইনপার্সন' বৈঠক হয়েছিল গত বছরের সেপ্টেম্বরে, যখন প্রধানমন্ত্রী হাসিনা রাষ্ট্রীয় সফরে ভারতে এসেছিলেন।

আর আজকের এই বৈঠক হল এমন একটা সময়ে যখন বাংলাদেশের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের মাত্র তিন বা সাড়ে তিন মাস বাকি।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার সরকারের প্রতি ভারতের সমর্থনকে যেহেতু খুব জোরালো একটা ফ্যাক্টর বলে মনে করা হয়, তাই সে দেশে নির্বাচনের ঠিক আগে দুজনের এই বৈঠকের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক তাৎপর্যও ছিল অপরিসীম।

এই পটভূমিতে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা (পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি) রক্ষায় ভারতের দৃঢ় সমর্থন ও সাহায্যের অঙ্গীকার অক্ষুণ্ণ থাকবে - ভারত বৈঠকে এই আশ্বাস দিয়েছে বলে বিবিসি জানতে পারছে।

দিল্লিতে শেখ হাসিনার সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর এই দ্বিপাক্ষিক বৈঠককে উভয় দেশের পক্ষ থেকেই যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছিল বেশ আগে থেকেই।

বিশেষত মাত্র দু'সপ্তাহ আগে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে যেহেতু দু'জনেই উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কোনও বৈঠক হতে পারেনি - তাই দিল্লিতে এই বৈঠকের একটা আলাদা গুরুত্বও ছিল।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা বিবিসিকে বলছিলেন, ব্রিকসে প্রধানমন্ত্রী হাসিনা গিয়েছিলেন আয়োজক দেশ দক্ষিণ আফ্রিকার আমন্ত্রণে।

আর দিল্লিতে তিনি আসছেন প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিশেষ আমন্ত্রণে - ফলে জিটোয়েন্টি নিয়ে আমাদের যতই ব্যস্ততা থাকুক দুই নেতার মধ্যে এই দ্বিপাক্ষিক বৈঠকটা আমাদের করতেই হত।

বস্তুত প্রধানমন্ত্রী হাসিনা যখন আজ দিল্লি বিমানবন্দরে নামছেন, তার কয়েক মিনিট আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেই টুইট (অধুনা 'এক্স') করে জানান, আজ সন্ধ্যায় আমার বাসভবনে আমি তিনটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

তিনি আরও জানান, সন্ধ্যাবেলা তিনি একে একে মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী প্রভিন্দ জুগনাথ, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে তিনটি আলাদা দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন।

এই বৈঠকগুলো এই তিনটি দেশের সঙ্গে আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কর পর্যালোচনা এবং উন্নয়নমূলক সহযোগিতাকে আরও শক্তিশালী করে তোলার সুযোগ এনে দেবে, মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

জিটোয়েন্টির মূল বৈঠক শুরু হওয়ার আগেই তিনি যেভাবে তিনটি নির্দিষ্ট দেশের সরকারপ্রধানের সঙ্গে আলাদা করে নিজের সাত নম্বর লোককল্যাণ মার্গের বাসভবনে বৈঠক করলেন, সেটাকেও পর্যবেক্ষকরা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের স্ট্র্যাটেজিক সম্পর্ক ইদানীংকালে কতটা ঘনিষ্ঠ, সে কথা সুবিদিত। আন্তর্জাতিক জোট কোয়াডেরও সদস্য উভয়েই।

পাশাপাশি মরিশাসের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কও খুবই পুরনো ও অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ। মরিশাসের একটি দ্বীপে ভারত সম্প্রতি বিশাল আকারে সামরিক স্থাপনা ও নৌঘাঁটি তৈরি করছে, সংবাদমাধ্যমে এই ধরনের রিপোর্টও বেরিয়েছে - যা দুদেশের কেউই অস্বীকার করেনি।

যুক্তরাষ্ট্র ও মরিশাসের পাশাপাশি বাংলাদেশের সঙ্গেও একই দিনে বৈঠকের একটি কূটনৈতিক, রাজনৈতিক বা কৌশলগত (স্ট্র্যাটেজিক) গুরুত্ব রয়েছে।

জিটোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের পক্ষে যিনি কোঅর্ডিনেটর বা প্রধান সমন্বয়কারীর ভূমিকায় আছেন, সেই হর্ষবর্ধন শ্রিংলাও এদিন মনে করিয়ে দিয়েছেন, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশকেই কিন্তু ভারত জিটোয়েন্টিতে বিশেষ আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

জিটোয়েন্টির সভাস্থলে দাঁড়িয়েই ভারতের এই সাবেক পররাষ্ট্র সচিব (ও ঢাকায় নিযুক্ত প্রাক্তন হাই কমিশনার) সংবাদমাধ্যমকে বলেন, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী হিসেবেই বাংলাদেশকে এই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, এটা খেয়াল করাটা জরুরি।

প্রধানমন্ত্রী মোদী যে বিশ্বনেতাদের সঙ্গে সবার আগে দেখা করছেন, তার মধ্যে যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও আছেন সেটাকেও তিনি 'খুব গুরুত্বপূর্ণ' একটা বিষয় বলে বর্ণনা করেন।

বস্তুত জিটোয়েন্টিতে দু'ডজনেরও বেশি সদস্য ও আমন্ত্রিত দেশের নেতাদের উপস্থিতির মধ্যেও ঘরের পাশের বাংলাদেশকে স্বাগতিক দেশ ভারত যে আলাদা গুরুত্ব দিচ্ছে, এটা বোঝানোর জন্য কোনও চেষ্টাই বাদ রাখা হয়নি।

ভারত ও বাংলাদেশের দুই নেতার মধ্যে মুখোমুখি বা ভার্চুয়ালি যে কত ঘন ঘন দেখা হয় এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়, সেটা মনে করিয়ে দিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচীও এদিন বিকেলের দিকে একটি ভিডিও পোস্ট করেন।

প্রধানমন্ত্রী হাসিনাকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানাতে সরকার পাঠিয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর মোদীর আস্থাভাজন বলে পরিচিত, রেল প্রতিমন্ত্রী ও গুজরাটের সুরাট থেকে নির্বাচিত এমপি দর্শনা বিক্রম জারদোশকে। সঙ্গে ছিলেন দিল্লির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার ডেস্কের যুগ্ম সচিব স্মিতা পন্থও। এছাড়া ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার মুস্তাফিজুর রহমান ও দূতাবাসের সিনিয়র কর্মকর্তারাও প্রধানমন্ত্রী হাসিনাকে স্বাগত জানাতে টারম্যাকে উপস্থিত ছিলেন।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, জিটোয়েন্টিতে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে দিল্লিতে এসে প্রধানমন্ত্রী হাসিনা কিন্তু এই মঞ্চটিকে বাংলাদেশের আঞ্চলিক ও অর্থনৈতিক কূটনীতির স্বার্থেও যথাসম্ভব ব্যবহার করার চেষ্টা করছেন।

দিল্লিতে তিন দিনের এই সফরে এসে প্রধানমন্ত্রী মোদী ছাড়াও তিনি সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান (এমবিএস), নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট বোলা আহমেদ টিনুবু, আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট আলবার্তো অ্যাঞ্জেল ফার্নান্ডেজ, দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইয়ুন সুক ইওল এবং সংযুক্ত আর আমিরাতের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গেও আলাদা বৈঠক করবেন বলে জানা গেছে।

এছাড়া যেহেতু মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও তার প্রশাসনের সিনিয়র কর্মকর্তারাও একই সময়ে দিল্লিতে থাকছেন, অবধারিতভাবে বাংলাদেশের দিক থেকে চেষ্টা হবে অনানুষ্ঠানিক স্তরে হলেও মার্কিন প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনেরও।

নির্বাচনের আগে বাংলাদেশ সরকারের জন্য এই প্রতিটি বৈঠকেরই গুরুত্ব রয়েছে, আর এর জন্য ভারতকে ধন্যবাদও জানাচ্ছেন বাংলাদেশের কূটনীতিকরা।